ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-114 ■ 23 January, 2026 ■ আগরতলা ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৯ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা







## ডোডায় সেনাবাহিনীর গাড়ি খাদে, মৃত্যু ১০ জওয়ানের, আহত আরও ১০

**ডোডা, ২২ জানুয়ারি ।।** জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তত ১০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আরও ১০ জন সেনা আহত হয়েছেন। ডোডার ভাদরওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়কের খানি টপ এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি গভীর খাদে পড়ে গেলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে নিহত জওয়ানদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। এক্স-এ দেওয়া বার্তায় তিনি বলেন,



### শোক প্রধানমন্ত্রীর

"ডোডায় এক দুর্ভাগ্যজনক সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের ১০ জন বীর ভারতীয় সেনার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁদের অসামান্য সেবা ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আমরা চিরদিন স্মরণ করব। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।" আরও একটি পোস্টে তিনি জানান, "এই গভীর শোকের মুহূর্তে গোটা দেশ শোকাহত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে। আহত ১০ জন সেনাকে হাসপাতালে এয়ারলিফট করা হয়েছে। তাঁদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করতে উর্ধতন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭ জন সেনা নিয়ে একটি বুলেটপ্রুফ সেনা যান উচ্চ পার্বত্য পোস্টের দিকে যাচ্ছিল। পথে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই সেনা ও পুলিশের যৌথ উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। প্রথমে চার জন সেনার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

আহত অবস্থায় মোট নয় জন সেনাকে উদ্ধার করা হয়, যাঁদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের বিশেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টিপিএসসি-র নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত দিলীপ কুমার চাকমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (টিপিএসসি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক দিলীপ কুমার চাকমা। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ৩১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল দিলীপ কুমার চাকমা, আইএএস (অবসরপ্রাপ্ত)-কে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগে সম্মতি প্রদান করেছেন। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণের দিন থেকেই এই পদে কার্যভার গ্রহণ করবেন। নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের ফলে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাজকর্ম আরও গতিশীল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## স্ক্রুটিনি সম্পন্ন, হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচনে ১৭টি মনোনয়নপত্র বৈধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আজ জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলির স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হয়েছে। স্ক্রুটিনি শেষে জমা দেওয়া মোট ১৭টি মনোনয়নপত্রকেই বৈধ বলে ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার এসসি দাস।

এদিন নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থীরা জয়শ্রী পুরকায়স্থ ও রতন দত্ত বলেন, হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচন যেন সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সকল পক্ষকে সচেতন ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা নিতে হবে।

উল্লেখ্য, হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে আইনজীবী মহলে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত বিধি মেনেই পরবর্তী ধাপগুলি সম্পন্ন হবে বলে জানানো হয়েছে।

## সরস্বতী পূজাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে উৎসবের আমেজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** আগামীকাল বাগদেবী সরস্বতী মায়ের আরাধনা। প্রতি বছরের মতো এবারও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্যার দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বই, খাতা, কলম সাজিয়ে আলপনা ও ফুলের সাজে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ ও মণ্ডপগুলো।

পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে রঙিন সরস্বতী পূজার মণ্ডপ। সাদা ও বাসন্তী রঙের সাজসজ্জায় ফুটে উঠছে দেবীর প্রতিমা। নতুন পোশাকে সেজে ছাত্র-ছাত্রীরা পূজার দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

অন্যদিকে, পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থাকবে পুলিশি নজরদারি ও যান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে

## প্ররোচনায় পা না দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সম্প্রীতি রক্ষায় এগিয়ে আসুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী




**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** রাজ্যের বর্তমান সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং সংখ্যালঘু অংশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং কন্যা ও শিশু সন্তানদের উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ম্যারিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষার আলো না পৌঁছলে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরনো যাবে না। শুধুমাত্র গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষার সাথে বেশি করে যুক্ত হতে হবে। রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু অংশের মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট রয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে ৫টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিগুলি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্বচ্ছতার সঙ্গে বৃত্তি প্রদান, মাদ্রাসাগুলির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ফটিকরায়কাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্তে সিট গঠনের দাবি বিরোধী দলনেতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে ফটিকরায়ে একাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রদেশ বিজেপি সভাপতির কাছে ওই ঘটনাটি অত্যন্ত সামান্য। তাই প্রশাসনের নিকট ফটিকরায়কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, গোটা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করে নিজেদের রাজনৈতিক কাহিনী সার্থক করতে চাইছে বিজেপি। গণতন্ত্র হত্যা ও লুটপাটের মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে ত্রিপুরাবাসীও এই আগুনের তাপ থেকে রেহাই পাবেন না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, ক্ষমতা ধরে রাখতে বিজেপি সব ধরনের হিংসাত্মক কাজ করতেও পিছুপা হচ্ছে না। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রাজ্যজুড়ে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে তিনি গন্ডাছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, পেকুয়াছড়া এবং ফটিকরায়ের ঘটনাগুলোর কথা তুলে ধরেন।

বিরোধী দলনেতার দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও সেগুলি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশাজনক। এসব ঘটনায় প্রশাসনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিন তিনি আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিলোনিয়ায় নির্মাণ কাজে শিশু শ্রমিক উদ্ধার, পাঁচজনই কন্যা সন্তান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** বিলোনিয়া দক্ষিণ জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিক শক্তি দেববর্মা এবং সামাজিক সংগঠন অর্গানাইজেশন ফর রুরাল সার্ভাইভেলের সোশ্যাল জাস্টিস শাখার সদস্যরা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নির্মাণ কাজের সময় পাঁচজন শিশু শ্রমিককে হাতেনাতে উদ্ধার করেছেন। ঘটনাটি বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ এলাকায় ঘটে।

উদ্ধার হওয়া পাঁচজন নাবালিকার বাড়ি রাজনগর ব্লকের হেতালিয়া এলাকায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, উদ্ধার হওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধানক্রয় শুরু ২৮শে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** রাজ্য সরকার এ বছর খারিফ মরসুমে কৃষকদের কাছ থেকে নূন্যতম সহায়ক মূল্যে ১৮ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। প্রতি কেজি ধান ২৩ টাকা ৬৯ পয়সা দরে ক্রয় করা হবে। আগামী ২৮ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখে ধর্মনগরে রাজ্য স্তরিয় ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথও উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী জানান, খারিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধানক্রয় করার বিষয়ে খাদ্য দপ্তর এবং কৃষিদপ্তর, মহাকুমা শাসক, বিডিও সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সাথে ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৮ সালে রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছরে রবি এবং খারিফ মরসুমে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ২লক্ষ ৪৪ হাজার ৩০৩ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪৮৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এর ফলে উপকৃত হয়েছেন রাজ্যের ১ লক্ষ ২৫ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বকেয়া টাকা চাওয়ায় দোকানে ভাঙচুর ও হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** বকেয়া টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক মিষ্টির দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বৃদ্ধ কারিগরকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক স্থানীয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে এয়ারপোর্ট থানাধীন বামুটিয়া বিধানসভার তেবাড়িয়া সবুজ সংঘ এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানে খদ্দের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শরিকি ঝামেলায় জনজীবন নাকাল

## বিজেপি-তিপ্রা মথার সংঘাতে অটো চালকদের উপর হামলা, রাস্তা অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে অটো চালকদের উপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল লংতরাইভ্যালী মহকুমা। তিপ্রা মথার এক জনসভায় যাত্রী পরিবহণকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে বিবাদে অটো চালকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিবাদে অটো চালকেরা আজ ছৈলেংটা ও ছাওমনু এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তিপ্রা মথার জনসভায় মানুষ নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ছাওমনু মণ্ডলের সভাপতি বিপ্লব চাকমার হাতে এক অটো চালক মারধরের শিকার হন বলে অভিযোগ। অটো চালকদের দাবি, কেন তিপ্রা মথার কর্মীদের সভাস্থলে নিয়ে গেছে এই প্রশ্ন তুলে আজ সকালে বিজেপির কর্মীরা এসে সিন্ডিকেট বন্ধ করে দেয়, চালকদের মারধর করে এবং অটোতে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে অটো চালকেরা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনুঘাট---ছৈলেংটা---ময়নামা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ফলে দীর্ঘক্ষণ ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। বিক্ষোভকারীরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দীর্ঘ আলোচনার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

## রেগা বাঁচাও আন্দোলনে উত্তাল কদমতলা যুব কংগ্রেসের চার ঘণ্টার গণ অবস্থান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ জানুয়ারি ।।** ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব রাহুল গান্ধীর আহ্বানে দেশজুড়ে শুরু হওয়া 'মনরেগা বাঁচাও' আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ত্রিপুরাতেও। রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে প্রতিবাদ কর্মসূচি। সেই আন্দোলনেরই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো চার ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি।

সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়ে দুপুর তিনটে পর্যন্ত এই গণঅবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় কদমতলা ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র প্রেমতলা বাজারে। এদিন কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই এলাকায় ছিল রাজনৈতিক উত্তাপ। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে আগরতলা থেকে বিশেষভাবে উপস্থিত হন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে নিগমের কড়া পদক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** কের চৌমুহনী এলাকায় বেআইনিভাবে দখলকৃত জমিতে পাকা বাড়ি নির্মাণকে ঘিরে কড়া পদক্ষেপ নিল পুর নিগম। পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স আগেই সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। তবে নির্দেশ অমান্য করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে খসড়া তালিকা প্রকাশিত, ভোটার ৪৫,৬৩১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।** ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের উপনির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ০১.০১.২০২৬-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকার প্রতিলিপি ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত মনোনীত স্থানে অর্থাৎ ৫৫টি ভোটকেন্দ্রে সমস্ত তহশিল অফিসে, নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (মহকুমা শাসক) এর অফিসে, জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডি.এম.) অফিসে দেখা যাবে। এছাড়া মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটেও খসড়া ভোটার তালিকার প্রতিলিপি পাওয়া যাবে। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের মোট ভোটার ৪৫,৬৩১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ও মহিলা ভোটার যথাক্রমে ২২,১৮৭ জন ও ২৩,৪৪৪ জন। খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মোট সার্ভিস ভোটার ৯২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৩ জন। খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি দাখিল করার সময়সীমা ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত। দাবি ও আপত্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

### ছুটি

আজ শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারি সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই, শনিবার ২৪শে জানুয়ারি এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

জাগরণ আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ইং
৯ মাঘ,শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

# আজ বাগদেবী স্বরস্বতীর আরাধনা

রাত পোহালেই বাগদেবী সরস্বতী পূজা। স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন বাড়িঘরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত। মূর্তিপাড়া থেকে বেশ ধুমধামে প্রতিমা নিয়া যাওয়া হইতেছে স্কুলে। সরস্বতী পুজোর আগের দিন অর্থাৎ আজ বিভিন্ন মূর্তি পাড়ায় পাড়া থেকে নিয়া যাওয়া হইতেছে সরস্বতীর মূর্তি। নাচ গানে ডাক ঢোল বাজাইয়া সরস্বতী দেবীকে নিয়া যাইতেছে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা। আনন্দ উচ্ছাসে একাকার ছাত্র ছাত্রীরা। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রীরা স্কুলে আলপনা আঁকা নিয়াও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আজ আগরতলা শহরের বাজারহাট সহ ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাজার হাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ফলমূল সবজি সহ রকমারি সামগ্রী কিনিতে ক্রেতাদের দোকানে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করিতে দেখা গেছে। একদিকে সরস্বতী পূজা অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে কেন্দ্র করিয়া আগামীকাল সকাল থেকেই রাজধানী আগরতলা শহরসহ সর্বত্র আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া উঠিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বড় ক্লাস থেকে শুরু করিয়া ছোট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ও নতুন সাজে সাজিয়া স্কুল কলেজে রওনা হইবে। এজন্য শুরু হয়াই গেছে তাহাদের প্রস্তুতি। সরস্বতী পূজায় বাঁধনহারা আনন্দে মাতিয়া উঠিবে সকলে।

আগামীকাল সরস্বতী পূজা। চারদিকে একটা উৎসবের আমেজ শুরু হইয়া গেছে। সরস্বতী পূজা মানেই তো হলুদ পাঞ্জাবি আর বাসন্তী রঙের শাড়িতে তারুণ্যের মেলা। বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত আনন্দের এবং ভক্তির। সরস্বতী পূজা বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই পূজা মূলত জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনার জন্য পালিত হয়।পূজার তিথি ও সময়

সরস্বতী পূজা সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পালিত হয়। এই বিশেষ দিনটিকে ”বসন্ত পঞ্চমী” বলা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে, এই দিনটি বসন্ত ঋতুর আগমনী বার্তা বহন করে।

সরস্বতী দেবীর রূপ ও প্রতীক

দেবী সরস্বতী শ্বেতশুভ্র সাজে সজ্জিত, যাহা পবিত্রতার প্রতীক। তাহার বাহন রাজহাঁস, যাহা মন্দ ও ভালোর মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতার প্রতীক। তাহার হাতে থাকে বীণা, যাহা সুর ও সংগীতের উৎস। অন্য হাতে থাকে পুস্তক ও জপমালা, যাহা জ্ঞান এবং সাধনার পরিচয় দেয়। শিশুদের পড়াশোনার হাতেখড়ি দেওয়ার জন্য এই দিনটি অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। মাটির স্লেট ও চক দিয়ে পুরোহিতের উপস্থিতিতে শিশুরা প্রথম অক্ষর লেখে। ছাত্রছাত্রীরা পরিষ্কার পোশাকে (সাধারণত বাসন্তী রঙের কাপড়) দেবীর পায়ে ফুল ও বেলপাতা নিবেদন করিয়া মন্ত্র পাঠ করে।একটি প্রচলিত বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সরস্বতী পূজার আগে কুল খাওয়া উচিত নয়। পূজার অঞ্জলি দেওয়ার পরেই প্রথম ঋতুফল হিসাবে কুল খাওয়া হয়।এই দিন শিক্ষার্থীরা তাদের বই, কলম এবং সংগীতশিল্পীরা তাদের বাদ্যযন্ত্র দেবীর চরণে আশীর্বাদের জন্য রাখিয়া দেন।

সরস্বতী পূজা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি বড় সামাজিক উৎসবও বটে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) বিশেষ উৎসাহের সাথে এই পূজা করা হয়।বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গান ও কবিতার আসর বসে। সরস্বতী পূজার মন্ত্র (পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র)

'সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে।।'পূজার পরের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীর সকালে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে এক বছরের জন্য দেবী বিদায় নেন এবং আবার আসার জন্য অপেক্ষা শুরু হয়।সরস্বতী পূজা আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতে বিদ্যার আলোর কোনো বিকল্প নাই।

বাঙালি সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মে দেবী সরস্বতী

হইলেন বিদ্যা, বাণী, শিল্পকলা এবং সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস্বতী পূজার পেছনের ইতিহাস এবং বিবর্তনের ধারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বৈদিক যুগে সরস্বতী বৈদিক যুগে সরস্বতী মূলত কোনো মানবীরূপী দেবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একটি পবিত্র নদী। ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীকে 'নদীতমে' (নদীগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলে অভিহিত করা হইয়াছে। সে সময় আর‍্যরা নদীর তীরেই যজ্ঞ ও বিদ্যাচর্চা করিতেন। কালক্রমে নদীটি শুকাইয়া গেলে বা দৃশ্যপট থেকে হারাইয়া গেলে, জ্ঞানের উৎস হিসেবে নদীটি ”বিদ্যার দেবী” হিসেবে মূর্তিতে রূপান্তরিত হন।পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

পুরাণ অনুযায়ী, সৃষ্টিলগ্নে মহাবিশ্ব ছিল বিশৃঙ্খল। ব্রহ্মা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, তখন সব ছিল নিথর ও শব্দহীন। সৃষ্টির এই অপূর্ণতা দূর করিতে ব্রহ্মা তাঁহার মুখ থেকে সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। দেবী তাঁহার হাতের বীণা বাজাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শব্দের স্পন্দন নিয়া আসেন এবং জগতের জড়তা দূর করেন।অন্য একটি মতে, দেবী সরস্বতী বিষ্ণুর শক্তি হিসেবেও বর্ণিত হইয়াছেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি ব্রহ্মার পত্নী বা মানসকন্যা হিসেবেই বেশি পরিচিতি পান।বসন্ত পঞ্চমী ও তিথি সরস্বতী পূজা মূলত মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা ”বসন্ত পঞ্চমী” নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মমতে, এই দিনে দেবী সরস্বতীর জন্ম হইয়াছিল। এটি ঋতুরাজ বসন্তের আগমনেরও বার্তা দেয়, তাই পূজার পোশাকে এবং ডেকোরেশনে হলুদ বা বাসন্তী রঙের আধিক্য দেখা যায়।মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে যাহা বসন্ত পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামে পরিচিত বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প ও সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। সনাতন ধর্মে বাগদেবী সরস্বতী পূজার মাহাত্ম্য অপরিসীম। জ্ঞান ও বিদ্যার আরাধনা

সরস্বতী শব্দের অর্থ হইলো ”যিনি সারজ্ঞান প্রদান করেন”। তিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন। তাই শিক্ষার্থী ও জ্ঞানপিপাসুদের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত পবিত্র। এই দিনেই শিশুদের ”হাতেখড়ি” দেওয়া হয়, যাহা তাহাদের শিক্ষা জীবনের শুভ সূচনা হিসাবে বিবেচিত।বাকও সংগীতের দেবী

পুরাণ মতে, ব্রহ্মার মুখ থেকে তাঁহার উৎপত্তি। তিনি ”বাগদেবী” বা বাক্যের দেবী। জগতের সমস্ত সুর, ছন্দ ও শব্দের উৎস তিনি। তাঁহার হাতের বীণা সৃজনশীলতা, সুশৃঙ্খল মন এবং জীবনের মধুর ছন্দের প্রতীক। শিল্পী ও সংগীতজ্ঞরা এই দিনে দেবীর কাছে তাঁহাদের সৃজনশীল শক্তির আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

# বাণী বন্দনা মা সরস্বতী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

যিনি কন্দ ফুলের ন্যায় চন্দ্রের মতো শুভ্রবর্ণ যিনি শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা, যিনি বীনা ও বরদন্ড দ্বারা সশোভিত হস্তা যিনি শ্বেত পদ্মাসনে উপবিষ্টা আবার যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দ্বারা সর্বদা পূজিতা, সেই ভগবতি সরস্বতী দেবী মাকে আমার প্রণাম জাগিয়ে আমার নমাটি শুরু করছি।

মা সরস্বতী হলেন হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবী, যিনি জ্ঞান, শিক্ষা, অধ্যয়ন, শিল্প, বাক, কবিতা, মঙ্গিত পরিশুদ্ধি, ভাষা ও সংস্কৃতির দেবী হিসাবে পূজিত হন। মা সরস্বতী সর্বভারতীয় দেবী, ইনি শুধু হিন্দুধর্মেই নন, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে ও পূজিত হন। বিদ্যা ও জ্ঞানের এই দেবী নদীর তীরে উপবিষ্টা, পদযুগল একটি পদ্মফুলের উপর স্থির এবং বেদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি তাল পাতার পান্ডুলিপি তার পাশে রাখা ও একটি বীনা ধারন করে রয়েছেন। একটি স্বেত রাজ হাঁস বাহন হিসাবে কাছাকাছি অবস্থান করছে। মা সরস্বতী, সারদা, মহাশ্বেতা, বিনাপানি, ভারতী ও বান্দেবী প্রমুখ নামে পূজিতা ও পরিহিতা। সত্যলোক, মনিদ্বীপ, দেবীর আবাস। দেবীর সূচি, শুভ্র সাদা গায়ের রঙ। তিনি বৈদিক যুগের হিন্দু ধর্মেও গুরুত্ব ধরে রেখেছেন এই দেবী। দেবীর বৈশিষ্ট্য, গুনাবলী সরস্বতী নদের সাথে, শুদ্ধিকরন ও উর্বরতা বৃদ্ধির দ্বৈত ক্ষমতাধারী মা। আবার বাকের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পরবর্তীতে একক দেবী হিসাবে পরিগণিতা, মা বান্দেবী, কবিতা সঙ্গিত ও সংস্কৃতির, সংযুক্তিতে আরও গুরুত্বপূর্ন্না হয়ে উঠেন। হিন্দু ধর্মে মা সরস্বতী হলেন সকল জ্ঞান ও সৃষ্টির উৎস। সাদা বর্ণে স্বেতবস্ত্র পরিহিতা যা শুদ্ধতার প্রতীক। মা সরস্বতী হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সহধর্মীনি ও শিব ও বিষ্ণুর সাথে ত্রিমূর্তির অংশ। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বা বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে মা সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারনত বিদ্যা ও জ্ঞানের এই পুজা, শিক্ষার্থীরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করে ও পুরোহীত কর্তৃক অঞ্জলী প্রদায়িত হয়। স্ত্রোর বিধান অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মা সরস্বতীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই পুজা একটি অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব। উত্তর ভরত, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও আমাদের এই ত্রিপুরায় সরস্বতীপূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ উদ্দিপনার সাথে দেবী মা সরস্বতীর পুজা করা হয়। মায়ের প্রতিমা স্থাপন করে যুপ, দীপ, ফুল দিয়ে মাকে আহ্বান করা হয়। ছোট ছোট শিশুদের হাতে খড়ি, ব্রাহ্মনভোজন আলপনা এই পঞ্চমীর সকাল হতেই অতি



প্রত্যুষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহ ও প্রথা ও প্রচলিত আছে আমপাতা, দুর্বা, ধান, চন্দন, আগরবাতি পুষ্পমআলা, ভাল চালগুড়ের সার্বজনীন পুজা মন্ডপে আলোকমালায় ও নানা আরম্ভরের সাথে মা সরস্বতীর পুজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা বই ও বাদ্যযন্ত্র দেবীর চরণে রেখে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে ও হাতে খড়ির মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা জীবনের সুচনা করা হয় এই দিনে। এই সময় সাদা পোশাকে দেবীর আরাধনা মন্ত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলী প্রদান এবং হলুদ রং এর মিষ্টি ও খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হয়। শিল্পকলা, জ্ঞান বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার জন্য দেবীর আর্শিবাদ লাভ করা হয়। দেবীকে হলুদ পুষ্প ও ফল অর্পণ করা হয়। 'মা সরস্বতী, মহাভাগে বিদ্যে কমলোচন এই মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া হয়। বই, খাতা, পেন্সিল মায়ের পায়ের কাছে রাখা হয়। হিন্দু ও বাঙালীর জীবনে এই মা সরস্বতীর পূজা, ছাত্রজীবন শিক্ষা ও প্রথম প্রেমের স্মৃতি বিজারিত একটি আবেগপূর্ন উৎসব। এই বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব ভারতীয়দের কাছে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই দিনটি মা সরস্বতীর জন্মদিন হিসাবে বিবেচিত হয় আদি উপাখ্যানে। আর তাই কবি, লেখক, গায়ক, যন্ত্রশিল্পী, নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী তাদের যন্ত্রের আরাধনা এবং মা সরস্বতীর পুজা দিয়ে দিন শুরু করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জন সমাগম স্থলে সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। পুজো শেষে নিরামিষ প্রসাদ ও আলুর দম, লুচি, পায়েস ইত্যাদি ফল প্রসাদ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মা সরস্বতীর পূজা আমাদের জীবনে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সৃজনশীলতার গুরুত্ব শেখায়। সন্ধ্যায় দেবীর স্ত্রোত্রবন্দনা ও ভজন পরিবেষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবই নয় বরং শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য। মূলত সামাজিক ও পারিবারিক স্তরে এটি একটি অন্যতম প্রধান উৎসব। এই উৎসব আমাদের জীবনে আনন্দ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। পরিশেষে এই মহামন্ত্র উচ্চারনের মাধ্যমে আজ এখানেই শেষ করছি। 'ঔ জয় জয়দেবী চরাচর মারে কুচফুগ শোভিত মুক্তা হারে, বীনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমহস্ততে'।

# আমের মুকুলে বসন্তের বার্তা

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ ও ভারত (পশ্চিমবঙ্গ)। ঋতুচক্রের আবর্তনে শীত যখন তার রুক্ষতা আর কুয়াশার চাদর গুটিয়ে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নেয়, তখনই চরাচরে ধ্বনিত হয় ঋতুরাজ বসন্তের পদধ্বনি। বসন্ত মানেই নতুনের কেতন উড়ানো, বসন্ত মানেই জরা কাটিয়ে সজীবতার জয়গান। আর এই বসন্তের সবচেয়ে বড় বার্তাবাহক হলো আমের ডালের সেই কাঁচা-সোনালি মুকুল। মাঘের শেষ লগ্নে যখন আম্রকানন মুকুলের ম ম গন্ধে ভরে ওঠে, তখনই বাঙালি বুঝতে পারে বাগদেবী সরস্বতী আসছেন। প্রকৃতির এই রূপান্তর আর বিদ্যার দেবীর আরাধনা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

বসন্তের অগ্রদূত: আমের মুকুল গাছে গাছে কচি পাতার ভিড়ে যখন ছোট ছোট সোনালি মঞ্জুরি দেখা দেয়, তখন বাতাসের ঘ্রাণ বদলে যায়। এই মুকুল কেবল একটি ফুল নয়, এটি বাঙালির আবেগ। আমের মুকুল আসা মানেই প্রকৃতির এক বিশাল উৎসবের সূচনা। গ্রামবাংলার মেঠো পথ দিয়ে হাঁটার সময় যখন নাকে আসে সেই পরিচিত ঘ্রাণ, তখন মন আপনিই গেয়ে ওঠে "'আজি দখিন দুয়ার খোলা, এসো হে এসো হে আমার বসন্ত..."। এই মুকুলই জানান দেয় যে প্রকৃতির রঙ এখন বাসন্তী হতে চলেছে। পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক যোগসূত্র: সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আমের মুকুল এবং দেবীর আগমনের যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর। দেবী সরস্বতী হলেন বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প ও সঙ্গীতের আরাধিকা। তিনি শুদ্ধতার প্রতীক, তিনি শুভ্রবসনা। অন্যদিকে আমের মুকুল হলো উর্বরতা এবং পবিত্রতার প্রতীক। হিন্দু শাস্ত্রমতে, যে কোনো শুভকাজে আম্রপল্লব ও আমের মুকুল ব্যবহার করা হয়। সরস্বতী পূজার দিন দেবীর চরণে আমের মুকুল অর্পণ করা এক চিরাচরিত প্রথা। বিশ্বাস করা হয়, বাগদেবীর আশীর্বাদ ছাড়া যেমন জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়, তেমনি প্রকৃতির আশীর্বাদ বা আমের মুকুল ছাড়া বসন্তের পূর্ণতা পায় না। পুষ্পাঞ্জলি ও বসন্তের পঞ্চমী: মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে যখন মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকের আওয়াজ বেজে ওঠে, তখন ছোট ছোট শিশুদের হাতে থাকে খাগের কলম আর আমের মুকুল মিশ্রিত চন্দন। সরস্বতী পূজার প্রধান আকর্ষণ হলো পুষ্পাঞ্জলি। আর সেই অঞ্জলির পাত্রে যখন চন্দনের সাথে আমের মুকুল মিশিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেই সৌরভ আকাশ-বাতাসকে শুদ্ধ করে তোলে। কথিত আছে, সরস্বতী পূজার আগে আমের মুকুলে মুখ দিতে নেই বা নতুন বুল খেতে নেই। এটি কেবল ধর্মীয় নিয়ম নয়, বরং প্রকৃতির নবজাতকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান্যের এক শিক্ষা।

বাঙালির নস্টালজিয়া ও শৈশব: আমের মুকুল মানেই শৈশব। আমাদের মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা, যখন সরস্বতী পুজার কদিন আগে থেকেই পাড়ার আমের গাছগুলো পাহারা দেওয়া হতো। কার গাছের মুকুল বেশি সুন্দর, কার গাছে প্রথম গুটি ধরেছে এ নিয়ে চলত শিশু-কিশোর দেব প্রতিযোগিতা। মুকুলের মিষ্টি গন্ধে যখন ভ্রমররা ভিড় জমাত, তখন বোঝা যেত পূজার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। বইয়ের ভাঁজে আমের মুকুল রাখার সেই ছেলেমানুষি আজও অনেক বাঙালির মনে স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাসন্তী সাজ ও উৎসবের আমেজ: সরস্বতী পূজাকে বলা হয় 'বসন্ত পঞ্চমী'। এই দিন বাঙালির জীবনে রঙের খেলা শুরু হয়। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে মেয়েরা আর হলুদ পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা যখন রাস্তায় বের হয়, তখন তাদের সাজের সাথে গাছের সোনালি মুকুলগুলো এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করে। মনে হয় প্রকৃতি এবং মানুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। আমের মুকুলের গন্ধে চারপাশ যেমন সুরভিত হয়, তেমনি শিক্ষার্থীদের মনেও এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কৃষকের স্বপ্ন ও প্রকৃতির দান: আমের মুকুল কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং অর্থনৈতিক। দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার কৃষকের কাছে আমের মুকুল হলো আগামীর স্বপ্ন। যত বেশি মুকুল, তত বেশি



আমের ফলন। সরস্বতী পূজার দিন কৃষিজীবী মানুষ দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন যেন ঝড়-ঝাপটা থেকে মুকুলগুলো রক্ষা পায় এবং ঘরে আমের পর্যাপ্ত ফলন আসে। প্রকৃতির এই দানকে শ্রদ্ধা জানিয়েই পুজার উপচারে মুকুল রাখা হয়। আমের ডালে মুকুল জানান দিচ্ছে বাগদেবী আসছেন এই বাক্যটি কেবল একটি তথ্য নয়, এটি একটি অনুভূতি। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শিক্ষা এবং প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য। দেবী সরস্বতী যেমন আমাদের মনের অন্ধকার দূর করে আলোর দিশা দেন, আমের মুকুলও তেমনি শীতের রিক্ততা দূর করে সজীবতার স্বপ্ন দেখায়। প্রকৃতি যখন আমের মুকুলে তার। ডালি সাজায়, তখন আমরাও প্রস্তুত হই শুদ্ধ মনে বিদ্যার দেবীকে বরণ করে নিতে। আমের মুকুলের গন্ধে আমোদিত হোক প্রতিটি আঙিনায়, আর বাগদেবীর আশীর্বাদে সবার জীবন ভরে উঠুক জ্ঞান ও শুদ্ধতার আলোয়।

# বিজ্ঞান প্রভাবিত করে ইতিহাসকে

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড মেডিসিন সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এইচআইএসটিইএম বা হিস্টেম) অতীতের এবং সমসাময়িক পর্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। ভারতের আধুনিক (এবং প্রাকআধুনিক) যুগের হিস্টেম-এর গবেষক ও চর্চাকারীরা বিগত কয়েক দশকের লেখালিখিতে প্রধানত তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের সামাজিক চরিত্র ও প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গভীরে ঢুকতে হলে তা হিস্টেম-কে বাদ দিয়ে আদৌ সম্ভব না।

সরকারি নীতির বিভিন্ন পর্যায়, জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পেশাদারিত্বের বিকাশ ও স্তরবিন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিস্তারে ভারতীয়দের এবং অ-ভারতীয়দের ভূমিকার স্বরূপ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আইন ও বিধি নিষেধের প্রচলনের কাহিনি এই ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি চিকিসাবিদ্যা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তাদের কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যথাযথ? ঔপনিবেশিক আমলকে কি ভারতে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের এবং আধুনিক ভারতের কারিগরি ও প্রযুক্তির বিকাশের খতিয়ান হিসাবে দেখাই যুক্তিযুক্ত? প্রাকব্রিটিশ পর্বের জ্ঞানজগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী রকম ছিল? উপনিবেশিক বিজ্ঞান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিয়েছিল? ভারতীয়রা কী ভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ বা বর্জন করার কথা ভেবেছিলেন? স্বাধীনতা- পরবর্তী ভারতের ক্ষেত্রেই বা এ সব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের চরিত্র এবং তাতর্য কী রকম? এই সব অনুসন্ধানের ফলে উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ কোন ভূমিকা ও কী ভাবে পালন করেছিল এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সম্পর্কের মূল্যায়নে সমাজবিজ্ঞানীদের চর্চা অভিনবত্ব অর্জন করেছে।

ভারতে হিস্টেম-চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতজওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক দীপক কুমারের সম্মাননায় নিবেদিত, এবং বর্তমানে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দীপক কুমারের কৃতী ছাত্র সুভোব্রত সরকার সম্পাদিত এই আলোচিত গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধমালা এই বিষয়গুলোর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে পনেরোটি প্রবন্ধকে সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজ এবং মেডিক্যাল এনকাউন্টারস, এই চার ভাগে সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশের অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপের মূল্যায়ন করেছেন আলোচকরা।

উনিশ শতকের ভারতে উচ্চশিক্ষিত এলিট সমাজের একাংশের ঝোঁক ছিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে পেশাদারি বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। আবার অনেকে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চাকে দেশীয় ভাষায় প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার। প্রথম অংশের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের মেটেরিয়া মেডিকা-র অধ্যাপক, চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর পাঠ লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া প্রথম ভারতীয়, ডারউইনের ছাত্র ও প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্টগ্রান্টের প্রিয় ছাত্র সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন জন ম্যাথু।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বাংলার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহারাষ্ট্রের বালাজি প্রভাকর মোদক। এঁদের অবদানের বিশিষ্টতাকে তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন যথাক্রমে শান্তনু চক্রবর্তী ও অভিধা ধুমটকর। শিজু শ্যাম ভারুগিস তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন স্বাধীনতার-পরবর্তী সময়ে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান কী ভাবে পপুলার সায়েন্স মুভমেন্ট-এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান চর্চার গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। "প্রযুক্তির ইতিহাস" শিরোনামাঙ্কিত দ্বিতীয় ভাগে ওয়াই শ্রীনিবাস রাও মাদ্রাজে বিদ্যুতের আগমন ও তার সঙ্গে নগরায়ণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে ১৮৯৫ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বিদ্যুতবিলাসিতা থেকে প্রয়োজন হয়ে উঠল। সুভোব্রত সরকার তাঁর প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ভারতের "এলিট" সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান আয়ত্ত ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জায়গায় আমেরিকার সুপারপাওয়ার হিসাবে উত্থান, জিয়োলজিক্যাল সার্ভে-র ভূমিকা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে কপিল সুব্রহ্মণ্যম আলোচনা করেছেন কী ভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের সেচক্ষেত্রে নলকূপের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সবুজ বিপ্লবকেও তা কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীনতার পরে ভারতে খনিজ তেলের ব্যবহারের বিবর্তনের ক্ষেত্রে রণভূমি থেকে মানুষের ঘরে ঘরে তার প্রয়োজন ব্যাপকতা লাভ করার ইতিহাসের অনুসন্ধান করেছেন শরন্ধ্যা জৈন। চতুর্থ অংশে সাহারা আহমেদ মোটামুটি ভাবে ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে বাংলায় খনিজ শিল্পের বিকাশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক তাতর্যের পাশাপাশি পরিবেশের উপরে তার প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান করেছেন। হিমাংশু উপাধ্যায় পশুচারণভূমি নিয়ে সরকারি নীতি ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ, ও নির্মল মাহাতো ১৮৯০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত পুরুলিয়ার পরিবেশের অবনতির বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ অংশের অন্তর্গত জয়ন্ত ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে লিয়ো টলস্টয়-এর উপন্যাস দ্য ডেথ অব ইভান ইলিচ-এর প্রসঙ্গের উল্লেখ করে শরীর, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিক ও নৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আয়ুর্বেদ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈশ্বর রাও তাঁর প্রবন্ধে বিশ শতকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধ্রুব কুমার সিংহ হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের সামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। শেষ প্রবন্ধকার রাধা গায়েত্রী দিল্লির সেন্ট স্টিফেন সকে মূল কেন্দ্র করে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদানের উপরে আলোকপাত করেছেন।

তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ, গবেষণাধর্মী, সুলিখিত প্রবন্ধগুলি হিস্টেম-চর্চায় নতুন ভাবনাচিন্তার রসদ জোগাবে। বিষয়ের অভিনবত্ব ও বহুমাত্রিকতা এই বইয়ের প্রশংসনীয় সম্পদ। বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি এই বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সম্পাদকের সুচিন্তিত মূল্যবান ভূমিকা বইটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। সূর্যকুমার গুডিভ সম্পর্কিত প্রবন্ধ চিকিতা বিষয়ক অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যেত কি না এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তার ফলে বইয়ের সামগ্রিক মান কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ কথা বলা চলে না। দীপক কুমারের মতে, দু'টি পৃথক সংস্কৃতির (সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ) যদি "এপিস্টেমোলজিক্যাল রিইউনিফিকেশন" করার প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিতাবিদ্যার ইতিহাস সেতু হিসাবে কাজ করবে। এই কথাকে স্বীকার করে নিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধিতু পাঠক, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাসের চিন্তক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক এবং সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য এই বই আকর্ষণীয় একটি প্রকাশনা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

23-01-26.pmd 1 22-01-2026, 23:18

বৃহস্পতিবার আগরতলায় কৃষি মন্ত্রী ও পর্যটন মন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

# চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনে এএপি-কংগ্রেস জোট ভাঙল, দুই দল এককভাবে লড়বে

চণ্ডীগড়, ২২ জানুয়ারি : চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনের জন্য আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট ভেঙে গেছে। দুটি দলই এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিজেপির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আগে।

এই জোটের ভাঙন এমন সময়ে ঘটলো, যখন মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এএপি-এর পাঞ্জাব ইনচার্জ জর্নাইল সিং বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেন যে তাদের দল চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনে এককভাবে লড়বে। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে এএপি-এর কোথাও কোন জোট নেই, এবং কখনো হবে না। কংগ্রেস বিজেপি-এর সঙ্গে মিলে দেশের সম্পদ লুট করেছে। এই দুই দলের বিরুদ্ধে এএপি সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রকৃত কণ্ঠস্বর,' সিং বলেন।

তিনি আরও বলেন, 'এএপি চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনে এককভাবে লড়বে, আর কংগ্রেস ও বিজেপি তাদের জোট বজায় রাখবে।'

সূত্র জানায়, দুই দল একটি মৌখিক সমঝোতায় পৌঁছেছিল, কিন্তু পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এড়াতে তারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার আগে পিছিয়ে যায়। এএপি এবং কংগ্রেস উভয়ই তাদের পাঞ্জাব ইউনিটের চাপের মুখে পড়ে, যেহেতু আগামী বছরের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে এই জোট জনসাধারণের কাছে যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠা কঠিন হবে।

যদিও প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তবুও দুই দল তাদের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এ পরিস্থিতিতে, বিজেপি, যাদের ১৮ জন কাউন্সিলর রয়েছে, তাদের বিজয় নিশ্চিত মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, কংগ্রেস চণ্ডীগড় মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচনে তাদের তিন প্রার্থী ঘোষণা করেছে। কংগ্রেস তাদের মেয়র পদে গুরপ্রীত গাবিকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। সিনিয়র ডেপুটি মেয়রের পদে প্রার্থী হচ্ছেন সচিন গালাভ। ডেপুটি মেয়র পদে কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন নির্মলা দেবী।

**Press Notice Inviting e-Tender No: 14/EE/AGRI/WEST-II/2025-26**

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), West Division-II, Mohanpur, West Tripura invites online percentage rate e-Tender (PWD Form-7) from the eligible contractors registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/other state PWD for the following works -

| SL NO | NAME OF WORK | ESTIMATED COST | EMD |
|---|---|---|---|
| 01 | CONSTRUCTION OF MARKET STALLS NEAR HIGHWAY UNDER MOHANPUR AGRL SUB-DIVISION. / SH: PROVIDING INTERNAL ELECTRIFICATION (TOTAL-02 UNITS). DNIeT No: 20/EE/AGRI/WEST-II/2025-26 | Rs.3,69,426.00 | Rs. 7,389.00 |
| 02 | Construction of Market Stalls at Chechuria Market Complex under Mohanpur Agri. Sub-Division /SH: Providing Internal Electrification. (2nd Call) DNIeT No: 25/EE/AGRI/WEST-II/2025-26 | Rs.4,71,323.00 | Rs.9,426.00 |

Last date of bidding of tender on 27.01.2026 upto 04:00 P.M and will be open on 28.01.2026 at 12:00 P.M (if possible). For details please visit https://tripuratenders.gov.inor contact at mobile no. 9774141320 for clarification. If any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA-C-3966/26

**For & on behalf of the Governor of Tripura**
**[Er. Bireswar Debbarma]**
**Executive Engineer (Agri) Agri. Engg.**
**West Div-II Mohanpur, West Tripura**

# সিলেটে জনসভা দিয়ে বিএনপির নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন তারেক রহমান

ঢাকা, ২২ জানুয়ারি : আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে এক বিশাল জনসভা থেকে তিনি নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করেন। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২৪২ কিলোমিটার দূরের এই জনসভায় বিপুল সংখ্যক সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানকে আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত মাসে খালেদা জিয়ার প্রয়াণের পর তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের আবেগকে সামনে রেখেই ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছে বিএনপি। দীর্ঘ ১৭ বছর যুক্তরাজ্যে নির্বাসনে থাকার পর গত মাসেই দেশে ফেরেন তারেক রহমান।

ডিসেম্বর ২০২৫-এ দেশে ফেরার পর এই প্রথম রাজধানীর বাইরে কোনও কর্মসূচিতে অংশ নিলেন তিনি। সিলেটের জনসভায় তারেক রহমান বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা এবং আলোচিত 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি আঞ্চলিক বিদেশনীতি নিয়েও কথা বলেন তিনি। পরোক্ষভাবে ভারতের নাম উল্লেখ না করে ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটাক্ষ করে বলেন, তিনি "অন্য দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন"।

বিদেশনীতিতে নিজের আগের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে তারেক রহমান স্লোগান দেন "নট দিল্লি, নট পিন্ডি, বাংলাদেশ বিফোর এভরিথিং।"

এদিন তিনি জামায়াতে ইসলামীকেও আক্রমণ করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে থাকার অভিযোগ তুলে তারেক রহমান বলেন, "তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।"

সিলেটের পর পর্যায়ক্রমে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী এবং নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে টানা সাতটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে বিএনপি চেয়ারম্যানের।

উল্লেখ্য, দুই বছর পর বাংলাদেশে ফের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে জয়ী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশে ফের নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।

এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার নিজেদের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। ঢাকার মিরপুরে, জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সংসদীয় আসন ঢাকা-১৫ এলাকায় এই জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে শফিকুর রহমান-সহ ১০ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন।

এবারের নির্বাচনের সঙ্গে থাকছে 'জাতীয় সনদ' নিয়ে গণভোট। মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ে প্রচার চালাতে চাইছে। সরকার দাবি করেছে, এই সনদ সংস্কারভিত্তিক এক নতুন রাজনৈতিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গত বছর দেশের ৫২টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৫টি দল এই সনদে স্বাক্ষর করে। তবে আওয়ামি লিগ এর বিরোধিতা করেছে এবং আরও কয়েকটি দল এতে সই করেনি।

'জুলাই জাতীয় সনদ' নামের এই দলিলটি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া গণঅভ্যুত্থানের নামানুসারে তৈরি, যার জেরেই শেখ হাসিনার পতন ঘটে। বর্তমানে এটি বাধ্যতামূলক নয়। তবে সমর্থকদের দাবি, গণভোটের মাধ্যমে এটিকে সংবিধানের অংশ করতে হবে। যদিও সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতা একমাত্র সংসদের হাতেই রয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের বক্তব্য, এই সনদ কার্যকর হলে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসন এড়ানো সম্ভব হবে। প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো, সাংসদদের মেয়াদসীমা নির্ধারণ, স্বার্থের সংঘাত রোধ, অর্থপাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

## দক্ষিণ জেলাভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২২ জানুয়ারি: দক্ষিণ জেলাভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার বিলোনীয়া কলেজ স্কোয়ার স্থিত অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহ সভাধিপতি তপন দেবনাথ,মনুবাজার বিধানসভার বিধায়ক মাই লাফ্রু মগ , ডিসিএম শান্তি রঞ্জন চাকমা, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ,বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল পাল,সহ দপ্তরের আধিকারিক গন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার সূচনা করেন।

## কিশওয়ারে ফের জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই, টানা পাঁচ দিন ধরে চলছে সেনার অভিযান

নয়া দিল্লি, ২২ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের কিশওয়ারে ফের জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জড়াল ভারতীয় সেনা। কিশওয়ারের সিংপোরা এলাকার পাহাড়ি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খোঁজে গত রবিবার থেকে টানা অভিযান চালাচ্ছে সেনা। নিরাপত্তা বাহিনীর সন্দেহ, ওই জঙ্গলে দুই থেকে তিন জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি আত্মগোপন করে রয়েছে।

গত রবিবার ভারতীয় সেনার হোয়াইট নাইট কোর এই অভিযান শুরু করে। অভিযান শুরুর দিনেই জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই সময় সেনার জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেডও ছোড়ে জঙ্গিরা। বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে এক প্যারাট্রুপার শহিদ হন এবং আহত হন আরও সাত জন জওয়ান।

রবিবারের ওই ঘটনার পর কয়েক দিন জুড়ে নতুন করে কোনও সংঘর্ষের খবর না মিললেও বৃহস্পতিবার সকালে ফের গুলির লড়াই শুরু হয়। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিরা এখনও ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বলেই অনুমান।

যে এলাকায় জঙ্গিরা আত্মগোপন করে আছে, তা ঘন জঙ্গলে ঢাকা এবং পাহাড়ের ঢাল অত্যন্ত খাড়া। রাতের অন্ধকারে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়া এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রবিবার গভীর রাতে অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়। সোমবার সকালে ফের অভিযান শুরু হলেও সরাসরি জঙ্গিদের সন্ধান মেলেনি। তবে সেনা জওয়ানরা জঙ্গিদের একটি গোপন ডেরার হদিস পান।

সেই বাঙ্কার থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০ প্যাকেট ম্যাগি, প্রচুর কাঁচা সবজি, চাল, রান্নার বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং শুকনো কাঠ। সেনা সূত্রে দাবি, উদ্ধার হওয়া রসদের পরিমাণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ডেরায় জঙ্গিরা লুকিয়ে ছিল এবং কয়েক মাসের খাবার মজুত করে রাখা হয়েছিল।

নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, স্থানীয়দের কোনও না কোনও সহযোগিতা ছাড়া এত দুর্গম এলাকায় বাঙ্কার তৈরি করা এবং এত বিপুল পরিমাণ খাবার মজুত রাখা সম্ভব নয়। পিটিআই সূত্রে খবর, সোমবার বাঙ্কারের হদিস পাওয়ার পর কয়েক জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও শুরু হয়েছে। এখনও গোটা এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী।

## বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের উদ্যোগে গোপালের বনভোজন উৎসবের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন"এ অন্যান্য বছরের মত এই বৎসরেও গোপালের বনভোজন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ২৬শে জানুয়ারি, সোমবার। সমস্ত ভক্তবৃন্দ ও ভক্তিমতি মায়েদের অনুরোধ করা হয়েছে উল্লিখিত দিনে সকাল ৯টার মধ্যে সবাই নিজেদের সেবিত শ্রী গোপাল বিগ্রহ নিয়ে উৎসবে যোগদান করে উৎসবটি সাফল্য মন্ডিত করার জন্যে। এদিন সকাল সকাল ৯টা থেকে ভজন, পাঠ, ভোগ-রাগ, ফেরাগোষ্ঠো কীর্তন, আরতি অনুষ্ঠিত হবে।

# শীতের সকালে তেলিয়ামুড়া বাজারে ফিরল হারিয়ে যেতে বসা খেঁজুরের রসের স্বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জানুয়ারি: শীত এলেই বাঙালির রসনায় ভেসে ওঠে খেঁজুরের রসের কথা। সেই অতুলনীয় স্বাদ আর মিষ্টি সুবাস আজকাল খুব একটা চোখে পড়ে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ত্রিপুরার এই ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন পানীয় ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে তেলিয়ামুড়া বাজার এলাকায় দেখা মিলল সেই প্রায় হারিয়ে যাওয়া খেঁজুরের রসের।

তেলিয়ামুড়া বাজারে ভোরের আলো ফোটার আগেই বাইসাইকেলে করে হাঁড়ি নিয়ে হাজির হন প্রায় ৭০ বছর বয়সি দুলাল মিয়া। শীতের কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই ভোরবেলা খেঁজুর গাছ থেকে সংগ্রহ করা তাজা ও সুমিষ্ট রস নিয়ে তিনি বাজারে বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর এই উদ্যোগ যেন অতীতের এক মধুর স্মৃতিকে নতুন করে ফিরিয়ে আনে। বাজারে আসা বহু ক্রেতা নস্টালজিয়ায় ভেসে খেঁজুরের রস কিনতে এগিয়ে আসেন। অনেকেই বলেন, ছোটবেলায় গ্রামে শীত মানেই ছিল খেঁজুরের রস, কিন্তু এখন সেই দৃশ্য খুবই বিরল। তাই এমন দৃশ্য চোখে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি সাধারণ মানুষ।

আজকের এই দৃশ্য শুধু খেঁজুরের রস বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গ্রামবাংলা ও গ্রাম ত্রিপুরার হারিয়ে যেতে বসা এক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার নীরব প্রয়াস বলেই মনে করছেন অনেকেই। শীতের সকালে তেলিয়ামুড়া বাজারে সেই ঐতিহ্যই যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল।

## পূর্ণ রাজ্য দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা চা শিল্প উন্নয়ন নিগমে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষে এবং আসন্ন ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা চা শিল্প উন্নয়ন নিগমের কার্যালয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে নিগমের বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এদিনের অভিযানে চা শিল্প উন্নয়ন নিগমের অন্তর্গত ছয়টি দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ ও সমস্ত কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অফিস প্রাঙ্গণসহ অফিসের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

কর্মসূচি চলাকালীন আধিকারিকরা সকল কর্মীদের উদ্দেশে অফিস চত্বর ও কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত স্বচ্ছতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তাঁদের বক্তব্যে বলা হয়, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ শুধু সুস্থ কর্মজীবনের জন্যই নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2025-26 Dated- 21-01-2026.**

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), Sabroom, South Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in two bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm having experience as per eligibility criteria [SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work through e-procurement portal for the following work: -

| SL.NO | DNIeT. No. | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DNIeT No: 44/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69429_1 | Rs.24,26,675.24 | Rs.48,534.00 | 90 Days | Up to 12:00 P.M. on 27-01-2026 | At 12:30 P.M. on 27-01-2026 | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 2 | DNIeT No: 45/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69435_1 | Rs.17,63,522.42 | Rs.35,270.00 | 90 Days | | | | |
| 3 | DNIeT No: 46/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69436_1 | Rs.24,21,642.62 | Rs.48,433.00 | 90 Days | | | | |
| 4 | DNIeT No: 47/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69438_1 | Rs.4,39,300.90 | Rs.8,786.00 | 90 Days | | | | |
| 5 | DNIeT No: 48/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69439_1 | Rs.24,24,094.48 | Rs.48,482.00 | 90 Days | | | | |
| 6 | DNIeT No: 49/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69440_1 | Rs.24,26,314.22 | Rs.48,526.00 | 90 Days | | | | |
| 7 | DNIeT No: 50/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69441_1 | Rs.24,27,061.46 | Rs.48,541.00 | 90 Days | | | | |
| 8 | DNIeT No: 51/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69442_1 | Rs.24,26,602.75 | Rs.48,532.00 | 90 Days | | | | |
| 9 | DNIeT No: 52/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69445_1 | Rs.24,26,850.76 | Rs.48,537.00 | 90 Days | | | | |
| 10 | DNIeT No: 53/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69446_1 | Rs.24,26,938.69 | Rs.48,539.00 | 90 Days | | | | |
| 11 | DNIeT No: 54/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69448_1 | Rs.24,20,224.56 | Rs.48,404.00 | 90 Days | | | | |
| 12 | DNIeT No: 55/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69452_1 | Rs.24,20,095.27 | Rs.48,402.00 | 90 Days | | | | |
| 13 | DNIeT No: 56/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69462_1 | Rs.24,27,150.97 | Rs.48,543.00 | 90 Days | | | | |
| 14 | DNIeT No: 57/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69464_1 | Rs.24,24,076.16 | Rs.48,482.00 | 90 Days | | | | |
| 15 | DNIeT No: 35/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2025-26. Tender ID: 2026_CEPWD_69477_1 | Rs.23,72,474.14 | Rs.47,449.00 | 90 Days | | | | |

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.
ICA/C/3962/26

**For and on behalf of the Governor of Tripura.**
**Executive Engineer**
**Sabroom Division, PWD (R&B) Sabroom, South Tripura.**

পুথিবা ওয়েল ফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি
পুথিবা লাই- হারওবা কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায়
১৬তম পুথিবা লাই-হারওবা উৎসব ও মেলা
পুথিবা দেবতা বাড়ী প্রাঙ্গণ, অভয়নগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
সমাপ্তি অনুষ্ঠান
২৩ জানুয়ারী, ২০২৬, বিকাল ৫:৩০ মি:

মুখ্য অতিথি : শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য, মাননীয় সাংসদ, রাজ্যসভা
বিশেষ অতিথি : শ্রী রামপদ জমাতিয়া, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
সম্মানিত অতিথি : শ্রীমতি মলিকা দাস দত্ত, মাননীয়া ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পুরনিগম
সুশ্রী ভারতী দেববর্মা, মাননীয়া কর্পোরেটর, আগরতলা পুরনিগম
বিশেষ অতিথি : শ্রী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী প্রশান্ত বাদল নেগী, আই. এ. এস. অধিকর্তা, পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
প্রফেসার ইবোহল মেইতেই, সভাপতি রিফর্মস, মণিপুর
এস. দীপক কুমার সিংহ, সম্পাদক, পুথিবা ওয়েল ফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি
শ্রী সজল আচার্য্য, সমাজকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
ওইনাম দেবদাস সিংহ, সমাজকর্মী ও উপদেষ্টা লাই- হারাওবা কমিটি
সভাপতি : আর কে রাজেশ সিংহ, সভাপতি, লাই -হারাওবা কমিটি

আপনাদের সকলের উপস্থিতিতে নন্দিত হয়ে উঠুক এই উৎসব প্রাঙ্গন

ধন্যবাদান্তে
সিনাম দীপক কুমার সিংহ
সম্পাদক
পুথিবা ওয়েল ফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি
অভয়নগর, আগরতলা

ICA/D-1847/25

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/22/2025-26**

| SL NO | DNIT No | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID TECHNICAL BID | CLASS OF TENDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE-IED/UDP/67/2025-26 | ₹ 3,03,600.00 | ₹ 6,072.00 | 12 (Twelve) Month | Up to 15.00 Hrs. on 27/01/2026 | At 15.30 Hrs. on 28/01/2026 | Appropriate Class |
| 2 | EE-IED/UDP/68/2025-26 | ₹ 3,03,600.00 | ₹ 6,072.00 | 12 (Twelve) Month | | | |

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-3959/26

**(Er. Buddha Jamatia) Executive Engineer**
**Internal Electrification Division**
**Udaipur, Gomati, Tripura Landline:03821-222285**
**Mobile:9436169660**

# কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার উপস্থিতিতে শিলান্যাস হবে রাজ্যের প্রথম আগর প্রসেসিং ইউনিটের, আজ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ জানুয়ারি:রাজ্যের আগর শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গেলো উত্তর জেলা। আগামী ২৪ জানুয়ারি ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো আগর প্রসেসিং ইউনিটের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কদমতলার বড়গোলে। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত বড়গোল আগর মার্কেটে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইউনিয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এই উপলক্ষে বুধবার দুপুর ২টা নাগাদ কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির ২নং কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস,ব্লক আধিকারিক সঞ্জীব দেবনাথ, ডিএফও সুমন মল্ল, রেঞ্জার সুপ্রিয় দেবনাথ, পাশাপাশি কদমতলা ব্লক এলাকার সকল জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। বৈঠকে জেলাশাসক জানান, প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা এই আগর প্রসেসিং ইউনিট ও আগর মার্কেট শুধু রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে শুধু শক্তিশালী করবে না, বরং উত্তর জেলার সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁর মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় আগর চাষি, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, আগর শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন পরিচিতি লাভ করবে। উল্লেখ্য, শিলান্যাস ও পরিদর্শন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কদমতলা এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও প্রত্যাশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## দৃষ্টিশক্তি নিয়ে চিন্তা ? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে ভাবনা

করোনা প্রতিরোধ বারবার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আর শরীর সবদিক থেকে মজবুত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন। এর মধ্যে ভিটামিন এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিনের গুনে শরীরের মাংসপেশি শক্ত হয়। দৃষ্টিশক্তি হয় প্রখর। হাড় হয় পোক্ত। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে তাল মিলিয়ে।

কী কী খেলে শরীরে বাড়বে ভিটামিন এ

দুধ ঃ দুধ না খেলে, হবে না ভাল হবে, এতো সেই কবেকার প্রচলিত কথা। সত্যি সত্যিই দুধ অফুরন্ত পুষ্টির ভাণ্ডার। দুধে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ । এতে পেশি হয় শক্ত। বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রতিদিন ১ গ্লাস খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই।

আম ঃ গরম মানেই আমের মরশুম। বাংলার আমের কদর তো সর্বত্র। স্বাদের সঙ্গে পুষ্টিগুণের আমের জুড়ি নেই। ভিটামিন এর অফুরান ভান্ডার এই ফল।

লাল ক্যাপসিকাম ঃ এই সব্জি দেখতেও যেমন ভালো, তেমন খেতেও। এর গুণ বিস্তর। ক্যারটিনয়েড ও অয়ান্টিঅক্সিডেন্টের গুণে ভরপুর ক্যাপসিকাম স্যালাডেও খাওয়া যেতে পারে। রান্নাতেও দিতে পারেন লাল ক্যাপসিকাম।

ডিম ঃ প্রোটিনের সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন এ'র গুরুত্বপূর্ণ সোর্স ডিম। তাই খাদ্যতালিকায় ডিম সবদিক থেকে উপকারী।

ধনে পাতা ঃ ধনে পাতার গন্ধ যতটা ভাল, ততটাই উপকারী। ভিটামিন এ ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টের অফুরন্ত ভাণ্ডার ধনে পাতা। শরীরের রোগ প্রতিরোধই ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কিডনির সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে ধনেপাতা।

## সুস্থ থাকতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে জল পান করুন

জলের অপর নাম জীবন। কারণআমাদের শরীরের ৭০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সকলেই উঠেই আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এর ফলে শরীরে আদৌ কোনও প্রভাব পড়ে কিনা? সেই বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ থাকতেই পারে। তাহলে জেনে নিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কেন।

এক ঃ জল বেশি করে খেলে ক্যালোরি ইনটেক কম হয়। কারণ শরীরে জলের ঘাটতি না থাকলে ঘাটতি দেখা দেয় বলে অনেকেই মনে করেন। সেই কারণে, সকালের প্রথম ইউরিন গাঢ় রঙের হয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ইউরিনের রং সব সময় শরীরে জলের পরিমাণ বোঝায় না।

তিন ঃ আমাদের শরীরের দুটি কিডনির কাজ হল শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেওয়া। আর তার জন্য শরীরের যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সকালে হোক বা পরে হোক জলের ঘাটতি যেন শরীরে না থাকে.

চার ঃ সকালে উঠেই যে জল খাওয়া খুব জরুরি, এমন কোনও

চট করে ক্ষিদে পায় না। তাই যারা ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সকালে উঠেই জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুইঃ সারা রাত ঘুমানোর কারণে সকালে আমাদের শরীরে জলের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সকালে উঠে জলপানের মধ্যেও কোনও খারাপ দিক নেই। তাই এই অভ্যাস আপনার থাকলে, আপনি নতা চালিয়ে যেতেই পারেন এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা।

## বেঁচে থাকতে হলে ঘুমাতেই হবে

সারাদিন বিভিন্ন কাজের পর সকলেই একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চান। কারণ, একমাত্র ঘুমই আমাদের দেয় বাস্তব জগতের নানারকম টেনশন থেকে সাময়িক মুক্তি। ফলে গবেষণা বলথে রাতে যেমন কমপক্ষে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি, তেমনই ঘুম সুন্দর আরামদায়ক হওয়াটাও বাঞ্চনীয়। কারণ, রাতে যদি ঠিকমত ঘুম না হয় তাহলে তার প্রভাব পরে আমাদের পরেরদিনের কাজকর্মের ওপর। এমনকী দীর্ঘদিন যদিও কোনও ব্যক্তি রাতে নিশ্চিন্তে না ঘুমাতে পারেন তাহলে তাঁর স্নায়ুর রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি তিনি মানসিক অবসাদেও ভুগতে পারেন। গবেষকরা বলছেন, দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে তা আমাদের মনের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই শরীরে স্বাস্থ্যের ওপরও এর কুপ্রভাব পরে। আমরা বিভিন্ন সময়ে শুনি বা বলে থাকি যে, রাতে ভালো ঘুমের জন্য শোওয়ার ঘর থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলা উচিত। ভালো একটা আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করা দরকার। মোবাইল ফোন সহ যাবতীয়. বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম শোবার ঘরে রাখা উচিৎ নয়। এমনকি ঘুমাতে যাওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে থেকেই বন্ধ করতে হবে টিভি, মোবাইল ফোন। কিন্তু সবসময় এই সমস্ত উপদেশ মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবুও যদি আপনি ভালো করে ঘুমোতে চান, তাহলে কী করতে হবে জানেন? একদম ঘণ্টা হিসেব করে ঘুমোন ঃ প্রত্যেক মানুষের ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। এই ধারণা অবান্তর। মানুষের ঘুম ৯০ মিনিটের চক্র অনুযায়ী চলে। অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা পর আপনার ঘুম ভাঙতে পারে। তাই আপনি যদি সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠতে চান, তাহলে প্রতি দেড় ঘণ্টা অন্তর আপনার ঘুমের সাইকেল বা চক্র চলতে থাকে।

অল্প কিন্তু ঘন ঘন ঘুমান ঃ দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন অবশ্যই আপনি বিশ্রাম নিতে চাইবেন। দিনের মধ্যভাগের ঘুম হল দ্বিতীয় স্বাভাবিক ঘুমের সময় এবং অন্য সময় হল বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। অনেকেই ঘুমের এই স্বাভাবিক সময় মেনে চলেন।

ঘুম পরবর্তী পরিকল্পনা ঃ ঘুমের পর আপনি কী করবেন সেটা সম্পর্কে আগেই একটা পরিকল্পনা করে রাখুন। শুধু তাই নয়, ঘুম থেকে ওঠার পর আপনি কী করছেন সেটাই নির্ধারণ করে আপনি কতটা সুন্দর আরামদায়কভাবে ঘুমিয়েছেন।

বড় বিছানা দরকার ঃ ভালো ঘুমের জন্য আপনার ঘরে যত বড় বিছানার ব্যবস্থা করা সম্ভব , সেটা করুন। কারণ, ভালো ঘুমের জন্য বড় বিছানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করেই দেখুন তফাৎ নিজেই বুঝবেন। ৫ ঃ সঠিকভাবে নিঃশ্বাস নিন ঃ ঘুমের মধ্যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ভালো ঘুম নাও হতে পারে।

## সঠিক প্রদ্ধতিতে ফল ধুয়ে খেলে আপনি উপকৃত হবেন

আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে বাজার কচলে ধুয়েছেন কি না? ফল ভালো করে ধুয়ে না খেলে এই সমস্যা হয়। আসলে সব ধরনের ফল ও সবজিতে কিছু

থামোঁজেনিক উপাদান থাকে (তাপজাতীয় বৈশিষ্ট্য), যা শরীরে থেকে ফল কিনে এনে তা না ধুয়েই সোজা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। ভাবি, ও কার্ধক্ষমতায় প্রভাব ফেলে। ফল যদি খাওয়ার আগে ধুয়ে নেওয়া হয় বা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তাহলে ওই তাপ কমাতে সাহায্য খাওয়ার আগে ধুয়ে নেব। কিন্তু গবেষককরে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের সমস্যা, মাথাব্যথা, ভায়ারিয়ার থেকে পুষ্টিবিদ সকলেরই বক্তব্য, ফল সমস্যাগুলো হতে পারে না। তাই খাওয়ার আগে ফল ধোওয়া হোক বা সবজি তা খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। অনেক বাড়িতে একটি বিশেষ প্রথা থাকে, ফল খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে পঁযতাল্লিশ মিনিটমাস্ট। কীটনাশক থাকে না ফলের পোকামাকড় দুর করতে অনেক সময়ে এতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। তাই ভালো করে না ধলে ওই আগে তা জলে ভিজিয়ে রাখা ফলের গায়ে কীটনাশক লেগে থাকে। আর এই কীটনাশক যদি হয়, এর নানা উপকারিতা আমাদের শরীরে স্রাসরি সংস্পর্শে আসে, মানে আমরা তা খেয়েআছে। কথায় বলে, ফেলি, সেখান থেকেই শ্বাসকষ্ট, ত্বকে অ্যালার্জি, চোখে চুলকানি প্রিভিনশন ইজ বেটার দ্যান ঝিমঝিম করা ইত্যাদি নানা সমস্যা হয়। কাজেই না ধুলেওকিংবা ডাব বাড়িতে মাথ কিওর। কাজেই ফল খাওয়া খাওয়ার খানিকক্ষণ আগে ফলটি ভিজিয়ে রাখুন। এমনভাবে শরীরের জন্য যেমন ভেজাবেন, যাতে পুরো জলে ফলটা ডোবে। উপকারী, সেই রাসায়নিক থাকে না বিষয়টা মাথায় ফল যাতে দেখতে তরতাজা লাগে ও অনেকদিন পর্যন্ত ঠিক রাখবেন, ঠিক থাকে, সেজন্য টিকিয়ে রাখতে বিক্রেতারা ফরমালিন সহ তেমনি, কেন আপনি নানারকম ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার করে। শুধু ধুলেই এই ফল পরিক্ষার রাসায়নিক যায় না, পাশাপাশি জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর করবেন সেটাও খাবেন। জানা দরকার। ভায়ারিয়া থেকে বাঁচতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকেই দেখে থাকবেন, আম, তরমুজ কমে বালতিতে জলের মধ্যে ডবিয়ে রাখতে। এতে ফল যেমন আচমকাই কি আপনার একদিকে ঠান্ডা হয়, তেমনি এতে তৃপ্তিও আসে।

## তেল ছাড়াই বানিয়ে নিন চিকেন কাবাব

কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজ জাঁকিয়ে বসলে খাওয়া-দাওয়ার উপর রাশ টানতে হয়। কোনও লাইফস্টাইল ডিজিজের ক্ষেত্রে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে জরুরি। মেপে-মেপে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সুস্থ থাকতে চিকিৎসকেরা বলেন, তেলে ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে যেতে।

কিন্তু বিরিয়ানি থেকে শুরু করে বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন সবকিছুর মধ্যেই তেল পাওয়া যায়। সারা সপ্তাহ ডায়েট মেনে খাবার খেলেও উইকএন্ডে কোনওভাবে মন চায় না তেল-মশলা ছাড়া খাবার খেতে। আবার ডায়েট ঠিক রাখাও জরুরি। তাই এমন পদের সন্ধান চাই যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য দুটোরই খেয়াল রাখবে। এই সুযোগে যদি চিকেন কাবাব খাওয়া যায়, তাহলে কেমন হবে? চিকেন কাবাব শুনে ভাবছেন এটা হেলদি নাকি! দোকান থেকে কিনে আনা চিকেন কাবাব মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। তাতে স্বাদ থাকলেও তেল, মাখনের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু আপনি যদি বাড়িতে চিকেন কাবাব বানান এবং তাতে বিন্দুমাত্র তেল না ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, তেল ছাড়া চিকেন কাবাব বানাতে পারেন বাড়িতেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপি।

তেল ছাড়া চিকেন কাবাব তৈরির সহজ রেসিপি- ১ কেজি চিকেন নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এবার পালা ম্যারিনেশনের। পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কা নিন। মিক্সিতে ভাল করে পেস্ট করে নিন। চিকেনের মধ্যে এই মশলাটা দিয়ে দিন। এবার এতে ২০০ গ্রাম মতো টক দই দিন। আর তার সঙ্গে দিন তন্দুরি মশলা কিংবা বিরিয়ানি মশলা। এবার মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে মাংসের প্রতিটা কোণায় মশলা পৌঁছায়। এবার এই ম্যারিনেট করা মাংসটা এক ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দিন।

গ্যাস ননস্টিকের কড়াই চাপান। এবার এর মধ্যে সমস্ত চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। মাংসটা প্রথমে একটু ভাল করে নেড়ে দিন। একটু লাল-লাল হয়ে গেলে মাংসটা ঢাকা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা সরিয়ে দেখুন মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা। অন্যদিকে একটি কড়াইতে ১/২ চামচ মাখন গরম করুন। এবার এতে চিকেনের টুকরোগুলো অল্প করে নেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। রায়তা বা পুদিনার চাটনি এবং স্যালাদের সঙ্গে পরিবেশন করুন তেল ছাড়া চিকেন কাবাব। এতে জমে যাবে উইকএন্ড।

## শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে?

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত দু'বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, 'শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা! পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, ''২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?''

আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায়। সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই 'বিশেষ হোমে'। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই। কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা! অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু'বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েওছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, ''বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের 'বড়' হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।''

### তেইশে জানুয়ারি

সন্দীপ মজুমদার

তেইশে জানুয়ারি'র
প্রভাতে জাগে অনলের গান,
সুভাষের জন্মদিনে কাঁপে
ভারতের প্রান।
কটকের গৃহে জন্ম নিল,
দুর্দমনীয় দীপ্তি,
স্বাধীনতার পথে
দিলেন তাঁর মহাশক্তি।

'দিল্লি চলো'-কণ্ঠ তাঁর
বজ্রের আহ্বান,
শত্রুর বক্ষে কাঁপন জাগালো,
সেই দুর্দমনীয় গান,
ত্যাগ আর সাহসে গড়া
তার অমর ইতিহাস,
অসহযোগ নয়-তিনি
চেয়েছিলেন প্রকাশ।

আজাদ হিন্দ সেনায়
জ্বলে উঠল সংগ্রামের মান,
রক্তে লেখে শপথে
গড়ে উঠল নতুন প্রাণ।
কারাগারের প্রাচির
ভেদ করে ছুটিলেন দূরে,
স্বাধীনতার স্বপ্ন গড়লেন
জনতার অন্তরে।

'তোমরা আমাকে রক্ত
দাও-আমি দেব স্বাধীনতা,'
ত্যাগের বেদিতে লিখে
দিলেন, মুক্তির মহাকথা।
শরীর হারায়, তবু আদর্শ অমলিন,
অদৃশ্য থেকেও তিনি চিরকাল
রহে চলিন।

কারোর আদেশ মানে না সে,
চির স্বাধীন,
সে না মানে আইন,
না কারো অধীন।
যেন সেই শ্রেষ্ঠ শুধু,
সেই সঠিক,
সেই সত্য কেবল
পুরো দুনিয়া বেঠিক।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রাস্তা দখল করে নির্মাণ কাজে বাধা প্রদান করেন আগরতলা মিউনিসিপাল।

# কর্নাটকে রাজ্য—রাজ্যপাল সংঘাত: ভাষণ না পড়েই বিধানসভা ছাড়লেন থাওয়ারচাঁদ গেহলট, তীব্র সমালোচনায় সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারি: রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাত এবার কর্নাটকে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্য সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ না করেই ক্ষুব্ধ অবস্থায় অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। তাঁর এই আচরণ ঘিরে বিধানসভার ভিতরে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। গোটা ঘটনায় রাজ্যপালের কড়া সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যপাল সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত সময়েই তিনি বিধানসভায় পৌঁছন। তবে মাত্র দু'টি লাইনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেই তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। রাজ্যপাল হিন্দিতে বলেন,

"আমার সরকার রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির গতি দ্বিগুণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জয় হিন্দ, জয় কর্নাটক।"

রাজ্যপাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণের ১১টি অনুচ্ছেদ নিয়ে তাঁর আপত্তি ছিল। ওই অনুচ্ছেদগুলিতে 'বিকশিত ভারত—গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা সংক্ষেপে জিরামজি আইন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা হয়েছিল। রাজ্যপালের দাবি, ভাষণের এই অংশগুলি রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। সেই কারণেই সম্পূর্ণ ভাষণ পাঠ না করে তিনি বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান।

রাজ্যপাল বেরিয়ে যেতেই বিধানসভার ভিতরে শুরু হয় প্রবল হট্টগোল। অভিযোগ, পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে ধাক্কাধাক্কিও হয়। কংগ্রেস বিধায়ক বি কে হরিপ্রসাদ রাজ্যপালকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে শাসক কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, "রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের পুতুলের মতো কাজ করেছেন। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই মোদি সরকার রাজ্যপালকে দিয়ে তাদের তৈরি করা ভাষণ পড়াতে চেয়েছিল। রাজ্যপাল সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন।"

উল্লেখ্য, এর আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তামিলনাড়ুতে। গত মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই ভাষণ না দিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে যান রাজ্যপাল এন রবি। তাঁর অভিযোগ ছিল, জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করেছে ডিএমকে সরকার এবং বক্তৃতার সময় তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছিলেন, "ইচ্ছাকৃতভাবেই রাজ্যপাল এমন আচরণ করেছেন।"

কর্নাটকের সাম্প্রতিক ঘটনাও ফের একবার রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিল।

# গাজায় ইসরায়েলি হামলায় দুই শিশুসহ ১১ ফিলিস্তিনি নিহত, প্রাণ হারালেন তিন সাংবাদিক

গাজা, ২২ জানুয়ারি: গাজায় বুধবার পৃথক ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশু ও তিনজন সাংবাদিক রয়েছেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গেছে। এই সহিংসতা যুদ্ধবিধ্বস্ত উপত্যকায় গত তিন মাস ধরে চলা যুদ্ধবিরতিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানান, মধ্য গাজায় বাস্তুচ্যুতদের একটি শিবিরের চিত্র ধারণ করতে গিয়ে একটি গাড়িতে থাকা তিন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন।

অন্য একটি ঘটনায়, মধ্য গাজায় ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের গোলাবর্ষণে ১০ বছরের এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানান। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ইসরায়েলি গুলিতে পৃথক দুটি ঘটনায় ১৩ বছরের এক কিশোরসহ আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়া গাজার বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় আরও তিনজন নিহত হওয়ায় দিনের মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ১১ জনে দাঁড়িয়েছে বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে।

সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, মধ্য গাজায় হামাসের সঙ্গে যুক্ত একটি ড্রোন পরিচালনাকারী "একাধিক সন্দেহভাজন"কে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, ড্রোনটি সেনাদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠায় নির্দিষ্টভাবে হামলা চালানো হয়। ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিহত সাংবাদিকরা বাস্তুচ্যুত শিবিরে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ নথিভুক্ত করার জন্য একটি মানবিক ও সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তারা ড্রোন ব্যবহার করছিলেন কি না, সে বিষয়ে ইউনিয়ন স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। স্থানীয় সাংবাদিকদের দাবি, তাঁদের কাজ মিশরের ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করা মিশরীয় কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছিল। এক মিশরীয় নিরাপত্তা সূত্র নিশ্চিত করেছে যে সংশ্লিষ্ট গাড়িটি ওই কমিটির ছিল, তবে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অন্যান্য হামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজায় অন্তত ২০৬ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। সংস্থাটির অভিযোগ, ইসরায়েল কখনও এই হত্যাকাণ্ডগুলির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ফল প্রকাশ করেনি বা দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনেনি। অন্যদিকে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা কেবলমাত্র যোদ্ধা ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুতেই হামলা চালিয়েছে। ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের মতে, নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা ২৬০-রও বেশি।

অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির পর একাধিকবার শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরায়েল ও হামাস পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে চলেছে। দুই বছরের সংঘাতে গাজায় ব্যাপক ধ্বংস ও মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে। বর্তমানে তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ নিয়েও মতানৈক্যে রয়েছে।

এই চুক্তি এখনও প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতির বাইরে এগোয়নি। ওই ধাপে বড় ধরনের লড়াই বন্ধ থাকে, ইসরায়েলি সেনার আংশিক প্রত্যাহার হয় এবং ফিলিস্তিনি বন্দিদের বিনিময়ে হামাস জিম্মিদের মুক্তি দেয়। ভবিষ্যৎ ধাপে হামাসের অস্ত্র সমর্পণ, ইসরায়েলি বাহিনীর আরও প্রত্যাহার এবং গাজা পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশাসন গঠনের কথা থাকলেও তার কোনও সময়সূচি নির্ধারিত হয়নি। ইসরায়েল জানিয়েছে, শেষ ইসরায়েলি জিম্মির দেহাবশেষ হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত তারা দ্বিতীয় ধাপে যাবে না। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সংঘর্ষে ৪৬০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি ও তিনজন ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে সীমান্ত পেরিয়ে হামলায় প্রায় ১,২০০ জন নিহত হওয়ার পরই ইসরায়েল গাজায় আকাশ ও স্থল অভিযান শুরু করে। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দাবি, সেই অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

# নান্দিয়ালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: বাস লরির সংঘর্ষে আগুন, মৃত্যু তিন

নান্দিয়াল, ২২ জানুয়ারি : ফের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল অন্ধ্রপ্রদেশ। নান্দিয়াল জেলায় বৃহস্পতিবার ভোররাতে একটি বেসরকারি বাস ও কন্টেনার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের পর দু'টি গাড়িতেই আগুন ধরে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। আহত হয়েছেন একাধিক যাত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ। বেসরকারি বাসটি অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর থেকে তেলঙ্গানার হায়দরাবাদের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় আচমকা বাসটির ডান দিকের একটি চাকা ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বাসটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, পরে ডিভাইডার টপকে উল্টো দিকের লেনে ঢুকে পড়ে। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার লরির সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

জানা গিয়েছে, লরিটিতে একাধিক মোটরবাইক বোঝাই ছিল। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাস ও লরিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। মাঝরাতে বিকট শব্দে স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে তাঁরা দেখতে পান, দু'টি গাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বাসের হেল্পার জানলা ভেঙে যাত্রীদের বের করে আনতে সাহায্য করেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় বহু যাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় সকলকে বাঁচানো যায়নি।

এই দুর্ঘটনায় ঝলসে মৃত্যু হয়েছে বাসচালক, লরির চালক ও সহকারী-সহ বাসের এক কর্মীর। বাসে মোট ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগকেই উদ্ধার করা হয়েছে। আহত যাত্রীদের নান্দিয়াল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাসের টায়ার ফেটে যাওয়ার ফলেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের অক্টোবর মাসেও অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় একই ধরনের দুর্ঘটনায় একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরে মৃত্যু হয়েছিল ২০ জন যাত্রীর। সেই বাসটিও জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল এবং সেটিও ছিল বাতানুকূল। নান্দিয়ালের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ফের একবার রাতের যাত্রার ঝুঁকি, বেসরকারি দূরপাল্লার বাসের রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি এবং সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল।

# তুচ্ছ ঘটনায় চট্টগ্রামে অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যা, সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

চট্টগ্রাম, ২২ জানুয়ারি : চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার আমিন জুট মিল এলাকায় এক অটোরিকশা চালককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম খোরশেদ আলম (৩৫)। বুধবার রাতে মিদ্যাপাড়া এলাকায় এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডের একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে চালক খোরশেদ আলমের সঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে বিতণ্ডার একপর্যায়ে ওই তিন ব্যক্তি খোরশেদকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, খোরশেদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরও হামলাকারীরা থামেননি। নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ক্রমাগত আঘাত করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, গলির রাস্তায় এই হত্যাকাণ্ড চলার সময় অনেকে দাঁড়িয়ে দেখলেও কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে খোরশেদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবির জানান, নিহতের মাথায় ও মুখমণ্ডলে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'ভিডিও ফুটেজ দেখে আমরা ইতিমধ্যেই মো. হোসেন নামের একজনকে শনাক্ত করেছি এবং আরও একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

উল্লেখ্য যে, গত সোমবারও বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় এক র‍্যাব কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই জনবহুল এলাকায় এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

# ভারত এখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য অপরিহার্য: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে. রামমোহন নায়ডু

নয়া দিল্লি, ২২ জানুয়ারি: ভারত গত এক দশকে নিজেকে এক উত্থানশীল দেশ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে রূপান্তরিত হতে দেখেছে। কেন্দ্রীয় নাগরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে. রামমোহন নায়ডু এবং গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সংভি গতকাল সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চের বার্ষিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন। উভয় নেতা বলেন যে শক্তিশালী উন্নয়ন এবং ব্যাপক ডিজিটাল জনসাধারণ অবকাঠামোর কারণে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

শ্রী নায়ডু বলেন, 'ভারত এখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং একে শুধুমাত্র একটি উত্থানশীল অর্থনীতির তকমা দেওয়া যায় না।' তিনি বলেন, 'ভারত বিশ্বাস, বিস্তার এবং উদ্ভাবনের মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। এটি তার স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিশ্বস্ততা, বৈচিত্র্য এবং আকারের নমনীয়তা এবং খরচ-কার্যকর সমাধানগুলির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করে।'

নাগরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী আরও বলেন, 'আজ ভারতের উন্নয়ন একটি বিস্তৃত ভিত্তি, ডিজিটালি সক্ষম, অবকাঠামো সমর্থিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক।' তিনি উল্লেখ করেন যে ডিজিটাল পরিচয়, রিয়েল-টাইম পেমেন্ট এবং সম্মতিমূলক ডেটা শেয়ারিংয়ের মতো ব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি নির্দিষ্ট সুবিধা দিয়েছে।

গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দশকগুলিতে ভারতকে একটি উত্থানশীল অর্থনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে এটি ভারতের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রদর্শন করে না।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দেশ বৈশ্বিক উন্নয়ন, শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা এবং উদ্ভাবন, স্থিতিশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

# ফেব্রুয়ারির ভোটে বড় জয়ের লক্ষ্য, ঢাকা গ্রামীণ বাংলায় আগ্রাসী প্রচারে জামায়াত

ঢাকা, ২২ জানুয়ারি: আসন্ন ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আক্রমণাত্মক প্রচারে নেমেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ঢাকা ও গ্রামীণ এলাকাকে বিশেষভাবে নিশানা করে বড় জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছে দলটি। দলীয় অভ্যন্তরীণ সমীক্ষার ভিত্তিতে জামায়াত ৩৫০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৬৩টিকে 'উইনেবল' বা জয়ের সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই আসনগুলিতেই তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও আর্থিক সংস্থান কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যেখানে জয়ের সম্ভাবনা কম, এমন প্রায় ১৩০টি আসন থেকে জামায়াত তাদের ক্যাডার ও কর্মীদের সরিয়ে এনে সম্ভাবনাময় কেন্দ্রগুলিতে মোতায়েন করেছে। বিশেষ করে ঢাকা ও তার আশপাশের অন্তত ২০টি আসনে প্রচার এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ভালো ফলের ব্যাপারে দলটি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলে সূত্রের দাবি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের নির্বাচনে জামায়াত এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অতীতে একসঙ্গে সরকার গঠন করলেও এবার দুই দলের রাজনৈতিক পথ আলাদা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে জামায়াত নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে চাইছে।

সূত্রের দাবি, শেখ হাসিনার অপসারণের পর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উপর জামায়াতের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাব কাজে লাগিয়েই নির্বাচনী বছরে বিপুল অর্থব্যয় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। জয়ের সম্ভাবনাময় কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ১০০ কোটি বাংলাদেশি টাকা পর্যন্ত খরচ করা হচ্ছে। এমনকি যেসব আসনে সহজেই জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানেও কোনও ঝুঁকি না নিতে ব্যাপক অর্থ ঢালা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রচারের কৌশল হিসেবেও নতুন পথ বেছে নিয়েছে জামায়াত। দরিদ্র ভোটারদের লক্ষ্য করে মোবাইল নম্বর ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে তথ্যভিত্তিক প্রচার চালানো হচ্ছে। শহরাঞ্চলে দলের মহিলা শাখা এবং ছাত্র সংগঠনবাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা (বিআইসিএস) ও ইসলামী ছাত্র শিবির (আইসিএস)বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালাচ্ছে। দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের প্রভাব থাকায় বিপুল সংখ্যক কর্মী এই প্রচারে যুক্ত রয়েছে। দলীয় অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে জামায়াতের দাবি, তারা জাতীয় সংসদের অন্তত ২০৫টি আসনে জয় পেতে পারে। যদিও বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, আপাতত প্রকাশ্যে কট্টর ধর্মীয় এজেন্ডা সামনে না আনলেও ক্ষমতায় এলে জামায়াত তাদের মৌলবাদী মতাদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে পারে।

ভারতের নিরাপত্তা মহলের আশঙ্কা, জামায়াত ক্ষমতায় এলে তা আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। পাকিস্তানঘেঁষা নীতি এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগ ভারতের জন্য নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

# ভারতীয় দূতাবাসে হামলা: ক্রোয়েশিয়ায় ভাঙচুর ও অযথা প্রবেশের প্রতিবাদ জানালো ভারত

নয়া দিল্লি, ২২ জানুয়ারি : ভারত বৃহস্পতিবার ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেব শহরের ভারতীয় দূতাবাসে অযথা প্রবেশ ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়স্বাল এক বিবৃতিতে জানান, এ ঘটনায় দেশটি দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, "ডিপ্লোমেটিক প্রাঙ্গণ অমর্যাদা করা যাবে না এবং তা সুরক্ষিত থাকা উচিত"এটা ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।

তিনি বলেন, "এই ঘটনাটি আমরা ক্রোয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে শক্তভাবে তুলে ধরেছি এবং তাদের কাছে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি। এই ধরনের কর্মকাণ্ড তাদের চরিত্র এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির উচিত এ বিষয়টি লক্ষ্য করা।"এদিন খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, জাগ্রেব শহরের ভারতীয় দূতাবাসে কিছু খালিস্তানি আন্দোলনকারীরা হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। এই ঘটনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের ভারত সফরের ঠিক আগে ঘটলো। তারা ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের পরিসরে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে আসবেন এবং ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট সই করার সম্ভাবনা রয়েছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্রোয়েশিয়া সফর করেছিলেন এবং দেশটির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর মাধ্যমে তিনি ক্রোয়েশিয়া সফর করা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। জাগ্রেব পৌঁছানোর পর, তাকে ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচ স্বাগত জানান।

মোদী এবং প্লেনকোভিচ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে দুই দেশের সম্পর্কের জন্য একটি "তিনগুণ দ্রুত গতির" রূপরেখা নির্ধারণ করেন।

# মণিপুরে ফের অশান্তি: কুকি অধ্যুষিত এলাকায় অপহরণ করে খুন মেইতেই যুবক, ভাইরাল হাড়হিম করা ভিডিও

ইম্ফল, ২২ জানুয়ারি: মণিপুরে জাতিগত হিংসা যে এখনও পুরোপুরি থামেনি, ফের তারই প্রমাণ মিলল। নেপালে কর্মরত ৩৮ বছরের এক মেইতেই যুবককে অপহরণ করে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুর এলাকায়। এই ঘটনার একটি হাড়হিম করা ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল যাচাই করেনি।

ভাইরাল হওয়া ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অন্ধকার রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ওই যুবক। সামনে সশস্ত্র কয়েকজন। হাত জোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইছেন তিনি। কিন্তু তাতেও মন গলেনি জঙ্গিদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে চারদিক। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম এম ঋষিকান্ত। তিনি মণিপুরের কাকচিং জেলার বাসিন্দা এবং কর্মসূত্রে নেপালে থাকতেন। ছুটিতে বাড়ি এসে কুকি সম্প্রদায়ের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চূড়াচাঁদপুর এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই সন্ধ্যার দিকে তাঁকে অপহরণ করা হয়। পরে রাতে গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

যদিও কুকি সংগঠনগুলির তরফে দাবি করা হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে ঘটনার সময় ও পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে মণিপুর প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শান্তির বার্তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ড নতুন করে উত্তেজনা বাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, ২১ জানুয়ারি ছিল মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের স্বীকৃতি দিবস। সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুরের মানুষের পরিশ্রম, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং খেলাধুলার প্রতি আবেগের প্রশংসা করে রাজ্যের শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তার পরদিনই মণিপুরে এই রক্তাক্ত ঘটনা ফের রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল।

# ভারত-ইইউ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায়: বাণিজ্য ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্বে বড় অগ্রগতির ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার করার পথে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে ব্রাসেলস। চলতি মাসের শেষদিকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তার ভারত সফরের সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে গিয়ে ইইউ'র পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি কাজা কাল্লাস জানান, ভারত-ইইউ নতুন নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ব্লকটি সম্মত হয়েছে। আগামী ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ১৬তম ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে এই অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের আওতায় সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং সাইবার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো হবে।

২৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ সম্মেলনে একটি নতুন ভারত-ইইউ সমন্বিত কৌশলগত এজেন্ডাও গৃহীত হওয়ার কথা, যার লক্ষ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও গভীর করা।

এর আগে দাভোসে ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের মঞ্চে উরসুলা ভন ডার লেয়েন জানান, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি এই চুক্তিকে "সবচেয়ে বড় চুক্তির জননী" হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২০০ কোটি মানুষের বাজার তৈরি হবে, যা বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্ব করবে।

ভন ডার লেয়েন বলেন, "এখনও কিছু কাজ বাকি আছে, কিন্তু আমরা একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।" তিনি বিশেষভাবে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে ইউরোপের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন।

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা ও কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে থাকবেন। এই সফরে তাঁরা ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি তাঁরা যৌথভাবে ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সীমিত ও প্রতিনিধি-স্তরের বৈঠকে অংশ নেবেন।

শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি একটি ভারত-ইইউ বিজনেস ফোরামও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

২০০৪ সাল থেকে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৌশলগত অংশীদার। সর্বশেষ ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলন ২০২০ সালের জুলাই মাসে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা মনে করছেন, আসন্ন সফর ও শীর্ষ সম্মেলন ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন গতি দেবে, বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনাধীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনোর প্রেক্ষাপটে।

# ভারতের এআই মিশনের পাঁচস্তর কাঠামো তুলে ধরলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

দাভোস, ২২ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার জানান, ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মিশন একটি সুস্পষ্ট পাঁচস্তরীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে, যা ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী শিল্পনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চলমান এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৈষ্ণব বলেন, ভারত এআই-এর সম্পূর্ণ ভ্যালু চেন জুড়ে সক্ষমতা গড়ে তুলছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, এই কাঠামোর প্রথম স্তর হল অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, যেখানে বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োগে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তর হল মডেল লেয়ার, যেখানে এআই সিস্টেম তৈরি করা হয়। তৃতীয় স্তরে রয়েছে সেমিকন্ডাক্টর বা চিপ, চতুর্থ স্তর ডিজিটাল পরিকাঠামো যেমন ডেটা সেন্টার এবং পঞ্চম ও শেষ স্তর হল শক্তি বা এনার্জি। মন্ত্রী বলেন, পঞ্চম শিল্পবিপ্লবে শক্তি একটি নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে, কারণ এআই-এর বিকাশ ক্রমশ নির্ভরশীল হবে নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর। শক্তি পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন পর্যন্ত ভারতের সমন্বিত উদ্যোগ আন্তর্জাতিক এআই ইকোসিস্টেমের প্রশংসা কুড়িয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিশ্বব্যাপী এআই ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত করতে সরকারের কৌশলের কথাও তুলে ধরেন বৈষ্ণব। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক প্রভাবের ক্ষেত্রে এআই-এর ভূমিকা' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় তিনি জানান, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে একটি কমন কম্পিউট প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩৮ হাজার জিপিইউ-এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। বৈষ্ণবের দাবি, এই কমন কম্পিউট সুবিধা ছাত্র, গবেষক এবং স্টার্টআপদের জন্য বিশ্ববাজারের প্রচলিত খরচের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দামে উপলব্ধ। তিনি বলেন, বহু দেশে যেখানে জিপিইউ-এর ব্যবহার বড় প্রযুক্তি সংস্থার হাতে সীমাবদ্ধ, সেখানে ভারতের এই উদ্যোগ একটি বিকল্প মডেল তুলে ধরছে।

## কৈলাসহরে শুরু হচ্ছে আমন্ত্রণমূলক নকআউট পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জানুয়ারি : কৈলাসহরে দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ফের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আমন্ত্রণমূলক নকআউট পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি ও সার্বিক দিক নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক পিন্টু ঘোষ, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা টুর্নামেন্টের চেয়ারম্যান অরুণ সাহা এবং টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য অরূপ ধর। উদ্যোক্তারা জানান, আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে কৈলাসহরের কলেজ মাঠে এই ঐতিহ্যবাহী পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হতে যাচ্ছে। প্রায় ১০ বছর পর আবার এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হওয়ায় খেলোয়াড় ও ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তারা আরও জানান, দর্শকদের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার মূল্য ধার্য করা হয়েছে মাত্র ৩০ টাকা। টুর্নামেন্টকে সফল করতে জেলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের সহযোগিতা ও সমর্থন একান্তভাবে কামনা করেছে আয়োজক কমিটি।

## অভয়নগর পুঁথিবা লাই হারোবা উৎসবে অংশ গ্রহণ করলেন প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : অভয়নগর পুঁথিবা লাই হারোবা উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন অভয়নগর পুঁথিবা লাই হারোবা উৎসবে অংশ গ্রহণ করে এই উৎসবের সার্বিক সফলতা কামনা করেছেন।

তিনি বলেন, মনিপুরী সমাজের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের তরফ থেকেই অভয়নগরে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে। মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এই প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করে গেছেন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, তিনি হৃদয় থেকে এই মন্দিরকে শ্রদ্ধা করেন। এখানে অবস্থানের জন্য একটি দৃষ্টিনন্দন বাসস্থান গড়ে তোলার উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মন্দিরের পাশে যে পুকুরটি রয়েছে তার সৌন্দর্য্যায়ন করে এটিকে একটি দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা যায় বলেও এতে উল্লেখ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি বলেন আমাদের রাজ্যে মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যা কম হলেও তাদের কৃষ্টির সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

## নয়া দিল্লি-কাত্রা বিশেষ সংরক্ষিত ট্রেনের সম্প্রসারণের ঘোষণা

নয়া দিল্লি, ২২ জানুয়ারি: উত্তর রেলওয়ের জম্মু বিভাগ যাত্রীদের বৃদ্ধি প্রাপ্ত চাহিদার কারণে নয়া দিল্লি এবং শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাত্রা ট্রেনের বিশেষ সংরক্ষিত পরিষেবাটির সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছে। নতুন দিল্লি থেকে কাত্রা যাওয়া ট্রেন নম্বর ০৪০৮১, ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চারটি অতিরিক্ত যাত্রা করবে, তবে কাত্রা থেকে নতুন দিল্লি যাওয়া ট্রেন নম্বর ০৪০৮২, ২৪ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

উত্তর রেলওয়ের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার উচিত সিংহল জানিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী যাত্রায় প্রায় ১০০ শতাংশ আসন পূর্ণ ছিল, ফলে এটি যাত্রীদের জন্য একটি সাশ্রয়ী ভ্রমণের বিকল্প হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

এই বিশেষ ট্রেনের সুবিধা শুধু জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দাদেরই নয়, বরং জলন্ধর ক্যান্ট, লুধিয়ানা এবং অম্বালা ক্যান্টের মতো অন্যান্য স্টেশনে যাতায়াতকারী যাত্রীদেরও হবে। যাত্রীদের বাড়তি চাহিদার কারণে নতুন দিল্লি-কাত্রা বিশেষ সংরক্ষিত ট্রেনের সম্প্রসারণের ঘোষণা করা হয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্য্যালয়ে জাতীয় ভোটার দিবস পালন উপলক্ষে শপথ বাক্য পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্য্যালয়ে আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন উপলক্ষে দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের জাতীয় ভোটার দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এবছর জাতীয় ভোটার দিবসের মূল থিম হলো:- মাই ইন্ডিয়া, মাই ভোট। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি এই ৪ দিন সরকারি ছুটি থাকায় রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী আজ এই ভোটার দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মূলতঃ আগামী ২৫ জানুয়ারি রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হবে। অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠের পর আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশের সংবিধান পথ চলা শুরু করে। সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকদের জন্য ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। গণতন্ত্র বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৫ জানুয়ারি দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা জয়দীপ দেববর্মা ও উপ-অধিকর্তা রজতকান্তি দাস।

## তিন বোনের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে পৈতৃক সম্পত্তি হাতালেন শাসক দলের নেত্রী, অভিযোগ

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: কমলাসাগর বিধানসভার দীনদয়াল চৌমুনি এলাকার তিন বোনের অভিযোগ, দুই ভাই এবং কমলাসাগর শাসক দলের মন্ডল সম্পাদিকা রিনা চক্রবর্তী তাদের পৈতৃক সম্পত্তি জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন বোন বিবাহিত এবং তাদের স্বামীদের বাড়িতে, আর এক ভাই কর্মসূত্রে বহিরাজ্যে অবস্থান করছেন। কিন্তু দুই ভাইসুকুমার চক্রবর্তী ও পঙ্কজ চক্রবর্তীসাথে রিনা চক্রবর্তীর সহায়তায় তিন বোনের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে এবং এক ভাইয়ের মৃত্যুর সনদ তৈরি করে সম্পূর্ণ পিতৃ সম্পত্তি দখল করেন।

তিন বোনের দাবি, বাড়িতে থাকা দুই ভাই তাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাবা'র নাম সংশোধন করার জন্য বিশালগড় এইচ ডিএম অফিসে ডেকে এনে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করান। সেই বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে তারা কিছু বলতে পারেননি। পরবর্তীতে বড় ভাই শংকর চক্রবর্তী বাড়িতে এসে দেখেন সম্পত্তি ছোট দুই ভাইয়ের নামে হস্তান্তরিত হয়েছে।

যখন তিন বোন পুনরায় বাড়িতে যান, দুই ভাই তাঁদের মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং হুমকি দেন, যদি আবার বাড়িতে আসে তবে প্রাণের ক্ষতি করা হবে। এছাড়া, পিতৃ সম্পত্তির অংশ তাদের নামে থেকে সরকারি নথির মাধ্যমে দু'গন্ডা করে অন্যদের নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

তিন বোনের অভিযোগ, বর্তমানে রিনা চক্রবর্তী সরকারি প্রভাব খাটিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তার স্বামী ও আরেক ভাসুরের নামে সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন। ক্ষুব্ধ তিন বোন সংবাদ মাধ্যমের দারস্থ হয়ে প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।

## পুলিশি অভিযানে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : আজ শ্রীনগর থানার পুলিশের উদ্যোগে টিএসআর ও সিআরপিএফ-এর যৌথ সহযোগিতায় আনন্দনগর এলাকার ভারত সরদার পাড়ার ফরেস্ট লেনে এক বড়সড় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সকাল থেকেই ফরেস্ট লেন সংলগ্ন দুর্গম এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। অভিযানে মোট ৭ কানি জমি জুড়ে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা গাঁজা চাষের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর সেখানে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫০০ গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়।

তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই কিছু এলাকায় গাঁজা চাষিরা গাছ কেটে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ফলে অনুমান করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে গাঁজা গাছের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

অভিযান চলাকালীন গোটা এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। টিএসআর ও সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখে পুলিশকে অভিযানে সহায়তা করে। অভিযানের ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

শ্রীনগর থানার এক আধিকারিক জানান, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। অবৈধ গাঁজা চাষ ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## কৈলাসহরে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় অপর ছাত্রেরও মৃত্যু, শোক

কৈলাসহর, ২২ জানুয়ারি: ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের বাবুর বাজার থেকে টিলা বাজারগামী সড়কের মধ্যবর্তী এলাকায় গতকাল সকালে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই ছাত্র। তাদের মধ্যে এক জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অপরজন গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। আহত ছাত্রের নাম মইন উদ্দিন, আজ তারও মৃত্যু হয়। দুই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার সময় বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শব্দ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হলে দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে জানা যায়, এক ছাত্রের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। অপর ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তারও। দ্রুতগতির কারনে অকালে ঝরে গেছে দুটি তাজা প্রাণ। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## ডোডায় সেনাবাহিনীর

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসার জন্য উধমপুরের সামরিক হাসপাতালে এয়ারলিফট করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর কয়েক দিন আগেই গুলমার্গ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে দুই সেনা পোর্টার গভীর খাদে পড়ে প্রাণ হারান। গত ৮ জানুয়ারি অনিতা পোস্টের দিকে যাওয়ার সময় তাঁরা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দু'দিন পর তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। নিহতদের নাম লায়াকত আহমদ দিদার (২৭) ও ইশফাক আহমদ খাতানা (৩৩), বাড়ি বারামুল্লার চান্দুসা এলাকায়।

এছাড়াও গত বছরের মে মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় আরও একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। ৪ মে সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ব্যাটারি চশমা এলাকায় জম্মু থেকে শ্রীনগরগামী জাতীয় সড়ক ৪৪-এ সেনা কনভয়ের একটি ট্রাক প্রায় ৭০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় নিহত হন সেপয় অমিত কুমার, সুজিত কুমার ও মান বাহাদুর।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সাহসী সেনা সদস্যদের প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডোডার এই দুর্ঘটনায় দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ বীর সেনা সদস্যদের হারিয়ে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। দেশের প্রতি তাঁদের অমূল্য অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সরকার সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করছে।

## শান্তিরবাজারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ২২ জানুয়ারি: শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্য্যালয়, শান্তিরবাজার পুর পরিষদ কার্য্যালয়, বকাফা ব্লক কার্য্যালয় এবং জোলাইবাড়ি ব্লক কার্য্যালয়ে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ের দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস, ফরেষ্ট ও স্বাস্থ্য দপ্তর, আপদামিত্র স্বেচ্ছাসেবক ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ মহড়ায় অংশ নেন। শান্তিরবাজার মহকুমা সড়ক ও পরিবহণ আধিকারিক কমলাকান্ত দেববর্মা মহড়ার কাজ পরিচালনা করেন।

## ইন্ডিয়া স্কিলস প্রতিযোগিতায় রাজ্যের অসাধারণ সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: ইন্ডিয়া স্কিলস প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এর আঞ্চলিক পর্যায়ে ত্রিপুরা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯ থেকে ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ আসামে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা ১৬টি ট্রেডে ২৮ জন প্রার্থী নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

এই স্কিলস প্রতিযোগিতাটি বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শিক্ষার্থীরা জেলা ও রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি রাজ্য থেকে প্রতিটি ট্রেডে একজন করে বিজয়ী আঞ্চলিক পর্যায়ের স্কিল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের বিজয়ীরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকপ্রাপ্তরা জাতীয় স্তরে এবং পরবর্তীতে সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কিলস ২০২৬-এ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভকরবে।

ইন্ডিয়া স্কিলস প্রতিযোগিতায় ২০২৪ সালে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৫৫ জন, তা ২০২৫-২৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩৬ জনে। এই বৃদ্ধি রাজ্যের যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা, প্রসার ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্জনকারী চারজন প্রার্থী জাতীয় স্তরের ইন্ডিয়া স্কিলস প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এ ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এর মধ্যে অটোমোবাইল টেকনোলজিতে রাণীরবাজারের প্রীতম পাল, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে মোহনপুরের অনুরূপা দেবনাথ স্বর্ণপদক লাভকরে। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে মনু বাজারের নিলয় দেবনাথ, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনে বিশালগড়ের দীপ দেবনাথ রৌপ্যপদক এবং বিউটি থেরাপিতে ছাওমনুর রাখী দেব ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন। ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনে উদয়পুরের সুদেব দেব মেডালিয়ন অব এক্সেলেন্স পদক লাভ করেন।

## ফটিকরায়কাণ্ডে নিরপেক্ষ

● প্রথম পাতার পর

জানান, ঐতিহ্যবাহী ভৈরব মেলাকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির বিরোধিতায় ফটিকরায় এলাকায় চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই সময় এলাকাজুড়ে একের পর এক বাড়িঘর, দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙচুর এবং মারপিটের ঘটনা ঘটে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশের তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই ওইদিন বড় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তাঁর মতে, পুলিশ যদি সেই সময় লাঠিচার্জ না করত, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত। তা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে এখনো পর্যন্ত ওই ঘটনার কোনো তদন্ত শুরু করেনি প্রশাসন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দেওয়া হলেও শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ঘটনাগুলিকে তুচ্ছ হিসেবে দেখছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতির কাছে ফটিকরায়ের মতো গুরুতর ঘটনাও নাকি সামান্য ঘটনা মাত্র। এই মনোভাব রাজ্যের গণতন্ত্র ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রশাসনের নিকট মোট ছয় দফা দাবি জানান। তার মধ্যে অন্যতম দাবি হলফটিকরায় কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা। পাশাপাশি, দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে ফটিকরায়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি পরিবারকে অতিসত্বর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান তিনি।

## প্ররোচনায় পা না দিয়ে

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ সংখ্যালঘু অধুষিত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির যে বাতাবরণ রয়েছে তা অক্ষুন্ন রেখে রাজ্য সরকার এগিয়ে যেতে চায়। জনগণেরও এই সরকারের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। সরকার চাইছে উন্নয়নের ছোঁয়া সব অংশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌছুক। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় এই অংশের মহিলারা তাদের অনেক অধিকার ফিরে পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে সঠিক আইনের শাসন চলছে এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। কোন প্ররোচনায় পা না দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষকে সম্প্রীতি রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সংখ্যালঘু অংশের ছেলেমেয়েদের জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যে সংখ্যালঘু আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটে সংখ্যালঘু অংশের ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপের জন্য ৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সের কৃতি সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে চিফমিনিস্টার্স মাইনোরিটি অ্যাওয়ার্ডস, বেগম রোকেয়া গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ডস মৌলানা আবুল কালাম ম্যারিট অ্যাওয়ার্ডস সহ বিভিন্ন পুরস্কার এবং অর্থের চেক তুলে দেন। এছাড়াও অতিথিগণ সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের একটি বুকলেটের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু নিগম থেকে বিভিন্ন ঋণ প্রাপকদের হাতে অর্থের চেক তুলে দেন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের হাতে নানা খেলার সামগ্রীও তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুটি হোস্টেলের ভার্চুয়ালি উদ্বোধনও করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলি, হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী প্রমুখ।

## বিলোনিয়ায় নির্মাণ কাজে শিশু শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

পাঁচজন শ্রমিকের সকলেই কন্যা সন্তান। জানা গেছে, নাবালিকাদের বয়স ১৩ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।

এ বিষয়ে শ্রম আধিকারিক শক্তি দেববর্মা জানান, মতাই এলাকার নির্মল ত্রিপুরা নামে এক শ্রমিক সর্দার এই নাবালিকাদের নির্মাণ কাজে নিয়ে এসেছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সর্দারের বিরুদ্ধে শ্রম আইনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

বর্তমানে উদ্ধার হওয়া পাঁচজন নাবালিকা কন্যাকে নিরাপত্তার স্বার্থে বিলোনিয়া সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারে রাখা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

## বকেয়া টাকা চাওয়ায় দোকানে ভাঙচুর ও হামলা

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে পরিচিত গৌতম রায় নামে এক ব্যক্তি দোকান মালিকের কাছে ১০০ টাকা বাকি ছিল। সেই বাকি টাকা চাইতেই গৌতম রায় দোকান মালিককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং আচমকাই দোকানে ভাঙচুর চালায়। ওই সময় দোকানে কর্মরত ৫০ উর্ধ বৃদ্ধ কারিগর গৌরাঙ্গ দেবকে লক্ষ্য করে বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্ত।

কারিগরের চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্ত গৌতম রায় পালিয়ে যায়। আহত গৌরাঙ্গ দেবকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গৌতম রায় সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তার বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানাসহ বিভিন্ন থানায় সীমান্ত পাচার, চুরি, ছিনতাইসহ একাধিক অপরাধমূলক মামলার অভিযোগ রয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় সংঘটিত এই ঘটনার পর দোকান মালিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখন দেখার বিষয়, অভিযুক্ত দুষ্কৃতী গৌতম রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

## বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে নিগমের

● প্রথম পাতার পর

যাওয়ায় বৃহস্পতিবার পুর নিগমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্মাণ সামগ্রী জব্দ করে নিয়ে আসে। পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, বেআইনি দখলকৃত জায়গায় কোনও অনুমতি ছাড়াই পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই টাস্ক ফোর্স নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ জারি করে। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য হওয়ায় পুর নিগম কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান নেয়। এদিন অভিযানে গিয়ে পুর নিগমের কর্মীরা নির্মাণস্থল থেকে ইট, বালি, সিমেন্টসহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী তুলে নিয়ে আসে। পুর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এদিকে জায়গা দখলকৃত ব্যক্তির দাবি, তিনি দীর্ঘ ৩০-৩২ বছর ধরে এই জায়গা দখল করে আছেন। প্রায় ৭০ বছর ধরে এই জায়গা একজনের পর একজন দখল করে ভোগ করছেন।

## রেগা বাঁচাও আন্দোলনে

● প্রথম পাতার পর

সম্পাদক আব্দুল বাছিত চৌধুরী, ৫৪-কুর্তি কদমতলা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মানিক লাল দাস, উত্তর জেলা কংগ্রেস সভাপতি দ্বীগবিজয় চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য্য সহ যুব কংগ্রেস ও কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মীগন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পরিকল্পিতভাবে মনরেগা প্রকল্পকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, মনরেগা আইনে পরিবর্তন এনে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্যে, "মনরেগা শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। এই প্রকল্পের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাম জড়িয়ে আছে, আর সেই নাম মুছে ফেলার চেষ্টা আসলে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি আঘাত।"তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মনরেগা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তা বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করছে। সময়মতো কাজ না দেওয়া, মজুরি বকেয়া রাখা এবং প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে সংকটে ফেলা হচ্ছে।কর্পোরেট দের হাতে এই প্রকল্প তুলে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর পথে হাঁটছে।যেটা কংগ্রেস দল কোন ভাবেই সফল হতে দেবে না'।

এদিকে অন্যান্য বক্তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন এবং দাবি করেন, যতদিন না পর্যন্ত মনরেগার প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা হবে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ততদিন কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের আন্দোলন চলবে।এদিন

সমগ্র কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও প্রেমতলা বাজার চত্বর দীর্ঘক্ষণ ধরে কংগ্রেসের স্লোগানে মুখরিত ছিল। কদমতলা ব্লক যুব কংগ্রেসের এই গণঅবস্থান কর্মসূচি স্পষ্ট বার্তা দিল-মনরেগা ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে প্রস্তুত কংগ্রেস।

## ন্যূনতম সহায়ক

● প্রথম পাতার পর

হাজার ৪৫৪ জন কৃষক। তিনি জানান, ধান ক্রয় করার জন্য নতুন পলিসি আনা হয়েছে। নতুন পলিসি অনুসারে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, কৃষকদের আয় দ্বিগুন এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য প্রদানের পাশাপাশি রাজ্যে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমান বৃদ্ধি করাই রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। কোন রাজ্যের জি এস ডি পি সেই রাজ্যের সার্বিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল। রাজ্য সরকার প্রাধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গ দর্শনে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, পূর্বের তুলনায় রাজ্যে ধান উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতির বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন আইনগত জটিলতা কাটিয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিচারকের এমনধরণের স্বভাব কোনোভাবে কাম্য নয়। আইনগত কিছু জটিলতা রয়েছে, কিন্তু তা দ্রুত সমাধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সরকার বিচারকের আচরণকে সহ্য করবে না এবং শীঘ্রই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, বিচারক গৌতম সরকার নিয়মিতভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আদালতে হাজির হতেন এবং এমনকি চেম্বারে বসেই মদ্যপান করতেন। কর্মচারীদের অভিযোগ, নেশার প্রভাবে তিনি অফিস স্টাফদের সঙ্গে অনুচিত আচরণও করতেন। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং অবশেষে প্রকাশ্যে আসায় আদালতের কর্মী ও আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, আগামীকাল ২৩ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) এর মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া তিনদিনের রাজ্য সফরে আসছেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজ্যে নতুন ডোনার স্পনসরড বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস, পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ণ, পর্যটন স্থান পরিদর্শন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তিনদিনের সফর শেষে ২৫ জানুয়ারি তিনি রাজ্য ত্যাগ করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন এবং অধিকর্তা সুমিত লোধ।

## সরস্বতী পূজাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে

● প্রথম পাতার পর

চলাচল নিয়ন্ত্রণ। সব মিলিয়ে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ভক্তি, আনন্দ ও উৎসবের আবহ বিরাজ করছে।

## ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে

● প্রথম পাতার পর

নিষ্পত্তির সময়সীমা ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২৪ অনুযায়ী ই.আর.ও.-র যে কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধারা ২৪(ক) অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপিল করা যাবে এবং প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধারা ২৪(খ) অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সি.ই.ও.)-এর নিকট দ্বিতীয় আপিল করা যাবে। যা নির্বাচনকারী নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৬০-এর বিধি ২৭-এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হবে।

# বিলোনিয়ায় প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের ফাইনাল ৩১ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশা মুক্ত প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠান ও ফাইনাল ম্যাচ আগামী ৩১জানুয়ারি। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশা মুক্ত প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান ৩১শে জানুয়ারি দুপুর ২টায় দক্ষিণ ত্রিপুরার বিদ্যাপীঠ খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল ম্যাচের মুখোমুখি হবে ঋষ্যমুখ স্টার একাদশ বনাম সাতচাদ শার্কস-এর মধ্যে। এছাড়া একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী নিহারনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এরপর ঘোষ খোমার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করবেন। ব্যাঙ্কার-এ বিদ্যাসাগর মার্কেট এবং বিসিএ ইনডোর ক্রিকেট অনুশীলন শেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সহ মুখ্যমন্ত্রী বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনটিও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান জেলা শাসক মহম্মদ সাজাদ পি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় জেলাশাসক কনফারেন্স হলে।উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টটি গত ১১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল। লীগ, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল সহ মোট ২২টি ম্যাচ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বোকাফা ব্লাস্টার্স এবং জোলাইবাড়ি থান্ডার্সের মধ্যে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচটি আগামী ২৬শে জানুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে বিদ্যাপীঠ খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক আরো জানান, ৩১শে জানুয়ারি বিদ্যাপীঠ মাঠে সন্ধ্যা ৭টা থেকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। যেখানে ত্রিপুরার স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা এবং বলিউড প্লেব্যাক গায়িকা শ্রুতি পাঠকের একটি বিশেষ পরিবেশনা থাকবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবেশ শুধুমাত্র রিস্ট ব্যান্ডের মাধ্যমে করা যাবে এবং এক্ষেত্রে 'এক ব্যক্তি, একটি রিস্টব্যান্ড' নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। রিস্টব্যান্ডগুলি ২৬শে জানুয়ারি বিদ্যাপীঠ মাঠে বিকেল ৪টা থেকে এবং ২৭শে থেকে ৩০শে জানুয়ারি বিতরণ করা হবে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্যালয় থেকে বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল নাগরিককে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

# অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শ্রীলঙ্কার, বড় দায়িত্ব দিয়েও বিশ্বকাপের ঠিক আগে সরিয়ে দেওয়া হবে মালিঙ্গাকে!

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে নিজেদেরই প্রাক্তন ক্রিকেটারের উপর ভরসা করেছে শ্রীলঙ্কা। লাসিথ মালিঙ্গাকে বড় দায়িত্ব দিয়েছে তারা। তবে মাত্র এক মাসের জন্য সেই ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসারকে। মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, মালিঙ্গা তাদের দলে স্বল্প সময়ের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে রয়েছেন। ১৫ ডিসেম্বর থেকে তাঁর কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। এই এক মাসের মধ্যে তাঁর কাজ হবে, বিশ্বকাপের জন্য দলের বোলিং আক্রমণকে মজবুত করা।

এই ঘোষণার পর নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। যদি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে মালিঙ্গাকে দায়িত্ব দিল শ্রীলঙ্কা, তা হলে মাত্র এক মাসের জন্য কেন। ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বকাপের সময়ও তাঁকে রাখা যেত। মালিঙ্গার মতো ক্রিকেটার দলের ডাগ আউটে থাকলে লাভ হত শ্রীলঙ্কার বোলারদেরই। ম্যাচের মাঝেও মালিঙ্গার পরামর্শ পেতেন তাঁরা। এক মাসে মালিঙ্গা কতটা কী করতে পারবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

২০০৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার সোনার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মালিঙ্গা। সেই সময় ২০০৭ ও ২০১১ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল শ্রীলঙ্কা। প্রথম বার অস্ট্রেলিয়া ও পরের বার ভারতের কাছে হেরেছিল তারা। ২০০৯ ও ২০১২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও রানার্স হয়েছিল তারা। ২০১৪ সালে জিতেছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার পর থেকে বড় প্রতিযোগিতায় আর জয় পায়নি শ্রীলঙ্কা। খেলা ছাড়ার পর আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রাজস্থান রয়্যালসের বোলিং কোচ হিসাবে কাজ করেছেন মালিঙ্গা। অর্থাৎ, কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চাইছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ নিজেদের দেশেই খেলবে শ্রীলঙ্কা। ৮ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ম্যাচ। ১২ ফেব্রুয়ারি ওমান, ১৬ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া ও ১৯ ফেব্রুয়ারি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের বাকি তিন ম্যাচ খেলবে তারা।

# নতুন সমস্যায় শ্রেয়স! ছাড়পত্র পেলেন না ভারতীয় ক্রিকেটার, নিউ জিল্যান্ড সিরিজে ফেরার সম্ভাবনা কম আয়ারের

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে ভারতীয় দলে ফেরার কথা ছিল শ্রেয়স আয়ারের। কিন্তু সেই সম্ভাবনা কমেছে। জানা গিয়েছে, নতুন সমস্যায় পড়েছেন তিনি। ফলে এখনও বোর্ডের চিকিৎসকদের ছাড়পত্র পাননি ভারতের এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক।

৩০ ডিসেম্বর বোর্ডের চিকিৎসকদের কাছে ছাড়পত্র পাওয়ার কথা ছিল শ্রেয়সের। কিন্তু তিনি তা পাননি। ফলে আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই থাকতে হবে তাঁকে। এক সপ্তাহ পরে আবার তাঁর ফিটনেস পরীক্ষা হবে। যদি সেই পরীক্ষায় তিনি পাশ করতে পারেন তবেই ছাড়পত্র পাবেন শ্রেয়স।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১ জানুয়ারি থেকে এক দিনের সিরিজ শুরু ভারতের। এখনও দল ঘোষণা করা হয়নি। জানা গিয়েছে, ৩ বা ৪ জানুয়ারি দল ঘোষণা করবে বিসিসিআই। শ্রেয়সকে রেখে দল ঘোষণা করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে শ্রেয়স খেলতে পারবেন কি না, তা নির্ভর করবে চিকিৎসকদের অনুমতির উপর। ঠিক যে ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শুভমন গিলকে দলে রাখা হয়েছিল, সে ভাবেই শ্রেয়সকে রাখতে পারেন নির্বাচকেরা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স। রক্তক্ষরণ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল তাঁকে। সেই চোট শ্রেয়সের সেরেছে।

কিন্তু ওজন অনেকটা কমে গিয়েছে ভারতীয় ব্যাটারের। ফলে এখনও শ্রেয়সকে খেলার অনুমতি দিতে পারছেন না চিকিৎসকেরা।

'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-কে বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, "ওর ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ওর ওজন প্রায় ৬ কেজি কমেছে।

ফলে ওর পেশিশক্তিও কিছুটা কমেছে। আগে যে ভাবে সহজেই শ্রেয়স বড় শট খেলতে পারত, এখন তাতে একটু সমস্যা হচ্ছে। ভারতের এক দিনের দলে শ্রেয়স গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। তাই ওকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিচ্ছেন না চিকিৎসকেরা।

ওর পুরো সুস্থ হয়ে ওঠা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের আগে ৩ ও ৬ জানুয়ারি পঞ্জাবের হয়ে বিজয় হজারে ট্রফিতেও খেলার কথা ছিল শ্রেয়সের। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁর মাঠে নামা মুশকিল। সেই কারণেই নিউ জিল্যান্ড সিরিজে শ্রেয়সের খেলার সম্ভাবনা কমছে।

# প্রথম বার এক দিনের দলে ডাক পেলেন কমলিনী, বৈষ্ণবী, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহিলা দলের জোড়া সিরিজের দল ঘোষিত

অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি এবং এক দিনের দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এক দিনের দলে জায়গা পেলেন নতুন দুই ক্রিকেটার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভাল খেলার ফলে এ বার এক দিনের দলেও জায়গা করে নিলেন বৈষ্ণবী শর্মা এবং উইকেটরক্ষক জি কমলিনী। দলে ফিরে এলেন কাশ্বী গৌতমও।

শনিবার এক দিনের সিরিজ এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে থাকছে তিনটি করে এক দিনের ম্যাচ এবং তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এক দিনের সিরিজে দলে সুযোগ পেয়েছেন কমলিনী এবং বৈষ্ণবী। গত মাসে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হয় তাঁদের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভাল খেলার কারণে এ বার এক দিনের দলেও ডাক পেলেন তাঁরা। দলে ফিরে এসেছেন কাশ্বীও। তবে, দলে নেই প্রতীকা রাওয়াল। মেয়েদের এক দিনের বিশ্বকাপ চলাকালীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন প্রতীকা। তিনি এখনও পর্যন্ত সুস্থ না-হওয়ার কারণে দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। অন্য দিকে, উইকেটরক্ষক উমা ছেত্রী, জোরে বোলিং অলরাউন্ডার অরুন্ধতী রেড্ডি এবং স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রাধা যাদবকেও দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে এসেছেন ভারতী ফুলমালি এবং শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। দু'টি সিরিজেরই অধিনায়কত্ব করবেন হরমনপ্রীত কৌর। সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা।

অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হচ্ছে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। প্রথমে হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। সিডনি, ক্যানবেরা এবং অ্যাডিলেডে খেলা হবে। এর পর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এক দিনের ম্যাচ। প্রথম ম্যাচটি খেলে হবে ব্রিসবেনে এবং পরের দু'টি ম্যাচ হবে হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে।

টি-টোয়েন্টি ভারতীয় দল

হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি বর্মা, রেণুকা সিংহ ঠাকুর, শ্রী চরণী, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, স্নেহ রানা, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটরক্ষক), অরুন্ধতী রেড্ডি, আমনজ্যোত কৌর, জেমাইমা রদ্রিগেজ, ভারতী ফুলমালি এবং শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।

টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময়সূচি

১৫ ফেব্রুয়ারি- সিডনি (ভারতীয় সময় দুপুর ১.৩০)

১৯ ফেব্রুয়ারি- ক্যানবেরা (ভারতীয় সময় দুপুর ১.৩০)

২১ ফেব্রুয়ারি- অ্যাডিলেড ওভাল (ভারতীয় সময় দুপুর ২টো)

এক দিনের ভারতীয় দল

হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি বর্মা, রেণুকা সিংহ ঠাকুর, শ্রী চরণী, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, স্নেহ রানা, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটরক্ষক), কাশ্বী গৌতম, আমনজ্যোত কৌর, জেমাইমা রদ্রিগেজ এবং হরলীন দেওল।

এক দিনের ম্যাচের সময়সূচি

২৪ ফেব্রুয়ারি- ব্রিসবেন (ভারতীয় সময় সকাল ৯টা)

২৭ ফেব্রুয়ারি- বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট (ভারতীয় সময় সকাল ৯টা)

১ মার্চ- বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট (ভারতীয় সময় সকাল ৯টা)

# ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সঙ্গে সভাপতি পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারকেও। আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে এনএসআরসিসি-র প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা এবং সভাপতি দীপা কর্মকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে দীর্ঘ বছর পর ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে পুনরায় স্বীকৃতি পেয়েছে। তার প্রেক্ষাপটেই চেয়ারম্যান রতন সাহা এবং সভাপতি দীপা কর্মকার আজ আগরতলায় ফিরলে তাদেরকে বিমানবন্দর থেকে রেলি করে শহরে উষ্ণ সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে আনা হয় এবং এমএসআরসিসি-র প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

# আরসিবির ম্যাচ হবে চিন্না স্বামীতেই?

শেষ মুহূর্তে নাটকীয় পটপরিবর্তন। ফের কি চিন্নাস্বামীতেই আইপিএল খেলবেন বিরাট কোহলিরা? সম্ভাবনা জোরাল হল কর্নাটক সরকারের এক পদক্ষেপে। চিন্নাস্বামীতে আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিয়ে দিল কর্নাটক সরকার। প্রশ্ন হল, এবার কি সিদ্ধান্ত বদলাবে আরসিবি?

গত বছর বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই বিপাকে চিন্নাস্বামী। দলের সেলিব্রেশনের সময় স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। প্রাথমিক ভাবে আহতের সংখ্যা ৪৭। মর্মান্তিক ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে কর্নাটক হাই কোর্ট। তারপর থেকেই ঘটনার দায় ঠেলাঠেলি শুরু হয় কর্নাটক সরকার এবং কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। ওই ঘটনার দায় কার? তা নিয়ে দীর্ঘদিন দড়ি টানাটানি চলেছে। অবশেষে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা সরকারের কাছে চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি পেল।

কেএসসিএর তরফে শনিবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কর্নাটক সরকার আমাদের শর্তসাপেক্ষে আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে। আমরা আশা করি সেই সব শর্ত পালন করতে পারব। এবং দ্রুত চিন্নাস্বামীতে ক্রিকেট ফিরবে।" কেএসসিএ বলছে, "আমরা দর্শকদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।" কেএসসিএ যদি সরকারের দেওয়া শর্ত পূরণ করে ম্যাচ আয়োজন করতে পারে, তাহলে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনে আর বাধা নেই।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। আরসিবি ইতিমধ্যেই চিন্নাস্বামীতে না খেলার ব্যাপারে একপ্রকার মনস্থির করে ফেলেছে। বিকল্প ভেন্যুরও খোঁজ করে ফেলেছে বিরাটদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। আরসিবি রায়পুর ও নবি মুম্বইয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর। যদিও সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল চিন্নাস্বামী পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই। এবার চিন্নাস্বামীতে খেলার বাধা কাটল। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাও চাইছে আরসিবির ম্যাচ সে রাজ্যে আয়োজন করতে। এখন দেখার ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা সিদ্ধান্ত বদলান কিনা।

# শততম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে মনিশঙ্কর আজ বোলিং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্রীদাম, স্বপ্নীলের অর্ধশতক। চ্যালেজিং স্কোর গড়েছে ত্রিপুরা দল রঞ্জি ট্রফি তে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। লীগ পর্যায়ের ষষ্ঠ ম্যাচে প্রথম ইনিংসে। আজ, বৃহস্পতিবার থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা বনাম উত্তরাখণ্ডের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচ শুরু হয়েছে। সকালে সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সফরকারি উত্তরাখণ্ডের অধিনায়ক কুনাল চান্দেলা প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। শততম রঞ্জি ম্যাচে খেলতে নেমে মনি শংকর মুরা সিং এর নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা দল প্রায় দিনভর খেলে ৮২ ওভার ৫ বলে ২৬৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্রম কুমার দাসের ৩০ রান এবং বাবুল দে-র ৩৪ রানের পর শ্রীদাম পালের ৭৫ রান এবং স্বপ্নীল সিং এর অপরাজিত ৬০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বিজয় শংকরের ব্যাট থেকে এসেছে ২১ রান। শ্রীদাম ১৩৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৫ রান পায়। স্বপ্নীল ৭৪ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬০ রানে অপরাজিত ভূমিকায় মাঠ ছাড়েন। উত্তরাখণ্ডের ময়াঙ্ক মিশ্র ৫৯ রানে চারটি এবং জন্মেজয় ৪৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া বোড়া ও সুজিত পেয়েছেন একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে উত্তরাখন্ড ৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে কোনও উইকেট না হারিয়ে সাত রান সংগ্রহ করে। ভূপেন লালওয়ানি ২ রানে এবং পি এস চোপড়া এক রানে উইকেটে রয়েছেন। শততম রঞ্জি ম্যাচে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং ব্যাটিং এ তেমন সাফল্য পায়নি। তবে আগামীকাল (শুক্রবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে শক্ত বোলিং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন মনি শংকর।

# জিরানিয়াকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ওপিসি-র প্রি-কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ওপিসি। হারিয়েছে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিরানিয়া দলকে। দারুন এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ-এ থেকে পোলস্টার ক্লাবের পর ওল্ড প্লে সেন্টারও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত তিন দিবসীয় ম্যাচে প্রথম ইনিংসে জিরানিয়ার সংগৃহীত ২১০ রানের জবাবে ও পি সি ২৬৩ রান সংগ্রহ করে ৮৮ ওভার ৩ বল খেলে। ৫৩ রানে পিছিয়ে থেকে জিরানিয়া দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে শেষ পর্যন্ত ৭৬ রানে তা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টার ৫ ওভার খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপিসি-র পক্ষে ব্যাটিংয়ে সোমরাজ দে-র ৫২ রান এবং সৃজন দেবের ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। জিরানিয়ার শুভজিৎ দাস সর্বাধিক ৫৫ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে ওল্ড প্লে সেন্টারের অয়ন রায় প্রথম ইনিংসে ৬২ রানে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া অনুজ গোপের ১৯ রানে ৫ উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো। জিরানিয়ার তুহিন দেবনাথও তিনটি উইকেট পেয়েছিল ৩২ রানের বিনিময়ে।

# বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে 'বাদ' ভারতীয় সঞ্চালিকা ঋধিমা

মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কে নয়া পদক্ষেপ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, পরিবর্তিত পরিস্থিতির উল্লেখ করে বিপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সঞ্চালিকা ঋধিমা পাঠককে। মঙ্গলবার বিসিবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, মুস্তাফিজুরের ঘটনার 'বদলা' হিসেবে ঋধিমাকে বাদ দেওয়া হল।

বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে তোলপাড় ক্রিকেট দুনিয়া। এ বছর রেকর্ড ৯.২ কোটি টাকায় বাংলাদেশের অন্যতম সেরা পেসারকে দলে নিয়েছিল নাইট রাইডার্স। কিন্তু মুস্তাফিজুরকে খেলানোয় প্রবল আপত্তি ওঠে। পরে বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায় কেকেআর।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চলছে। বিপিএলের সঞ্চালনা ও ধারাভাষ্যে বৈচিত্র্য আনতে বিশ্বের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় মুখকে যুক্ত করা হয়েছিল। ভারতের ঋধিমা পাঠক ছাড়াও পাকিস্তানি সঞ্চালিকা জয়নাব আব্বাসও এই তালিকায় ছিলেন। এছাড়া ধারাভাষ্যের তালিকায় আছেন রামিজ রাজা ও ইংল্যান্ডের ড্যারেন গফ।

বিপিএলের পরবর্তী পর্যায়ে সঞ্চালনা ও ধারাভাষ্যের জন্য ঋধিমার যাওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ভারত-বাংলাদেশ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার জন্যই ঋধিমাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে মুস্তাফিজুরকে কেকেআর বাদ দেওয়ার পরই ভারতীয় সঞ্চালিকাকে বাদ দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে বাংলাদেশের কট্টর সংগঠনগুলি থেকে। মনে করা হচ্ছে, সেই দাবির কাছেই মাথা নত করল বিসিবি। আর ইউনুস সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত ছাড়া যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব, সেটাও মনে করছেন অনেকে। তবে পরে সোশাল মিডিয়ায় ঋধিমা জানিয়েছেন, তাঁকে 'বাদ' দেওয়া হয়নি। 'দেশের কথা' ভেবে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার পর ঘটনাবলি অনেক দূর এগিয়েছে। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতে না খেলার দাবিতে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। তবে আইসিসি'ও পালটা জানিয়ে দিয়েছে, ভারতেই খেলতে হবে। নাহলে পয়েন্ট কাটা যাবে বাংলাদেশের।

# বিসিসিআই দফতরে জয় শাহ, বাংলাদেশের অনুরোধ না মানার দিকেই এগোচ্ছে আইসিসি? ভারতেই খেলতে বলা হবে মুস্তাফিজুরদের?

বাংলাদেশের দাবি সম্ভবত মানছে না জয় শাহের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে না সরানোর সিদ্ধান্ত একরকম চূড়ান্ত। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছেন আইসিসি কর্তারা। ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে নতুন করে বিশ্বকাপের সূচি তৈরি সম্ভব নয়।

সোমবার জয়-সহ আইসিসির কয়েক জন কর্তা মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতরে গিয়ে নতুন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বিসিসিআই কর্তারা বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের অধিকার হাতছাড়া করতে নারাজ। বিশ্বকাপের ঠাসা সূচি পরিবর্তন করে নতুন করে সব কিছু ব্যবস্থা করা এখন আর সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। কারণ গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের ম্যাচ সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার অর্থ আরও চারটি দেশকেও সেখানে খেলতে পাঠাতে হবে। ক্রিকেটারদের যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় বিশ্রামের সময় ছাড়াও রয়েছে ম্যাচ সম্প্রচারের আয়োজন। বিস্তারিত আলোচনার পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আইসিসি কর্তারা বাংলাদেশের দাবি মতো সূচি পরিবর্তন না করার পক্ষে সম্মত হয়েছেন। প্রয়োজনে বাংলাদেশ দলের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে। যদিও বিষয়টি এখনও সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়নি। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ রয়েছে কলকাতায়। একটি ম্যাচ মুম্বইয়ে।

মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বিসিসিআই বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশ-ভারত ক্রিকেট সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হয়েছে। ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ সরকার বিসিবিকে নির্দেশ দেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে লিটন দাসের দলকে ভারতে না পাঠাতে। সেই মতো ভারতের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বিসিবি বাংলাদেশের ম্যাচগুলি ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের দাবি জানায় আইসিসির কাছে। কিন্তু সেই দাবি মানতে রাজি নয় আইসিসি। উল্লেখ্য, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

# বিজয় হজারে ট্রফির ম্যাচেও ব্যর্থ শুভমন, নিউ জিল্যান্ড সিরিজের আগে অধিনায়কের ফর্ম উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কোচ গম্ভীরের

বিজয় হজারে ট্রফিতে ব্যর্থ শুভমন গিল। অসুস্থতা কাটিয়ে মঙ্গলবার গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। ১২ বলে ১১ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। স্বভাবতই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের আগে চাপ বাড়ল শুভমনের।

বেশ কিছু দিন ধরে চেনা ফর্মে নেই শুভমন। তার উপর চোট, অসুস্থতায় জর্জরিত। ফর্মে না থাকায় ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি। যদিও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে তিনিই নেতৃত্ব দেবেন ভারতীয় দলকে। ওই সিরিজের প্রস্তুতি হিসাবে বিজয় হজারে ট্রফির দু'টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল শুভমনের। গত ৩ ডিসেম্বর সিকিমের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি খাদ্যে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ায়। গুরুতর অসুস্থ না হলেও নিউ জিল্যান্ড সিরিজের আগে ঝুঁকি নিতে চায়নি পঞ্জাব দলের মেডিক্যাল টিম। বিশ্রাম দেওয়া হয় তাঁকে।

সুস্থ হয়ে মঙ্গলবার গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামেন শুভমন। কিন্তু রানে ফিরতে পারলেন না। ১২ বল খেলে ১১ রান করে আউট হয়ে যান। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২টি চার। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে অধিনায়কের ফর্ম চিন্তায় রাখবে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরকে। শুভমন রান না পেলেও পঞ্জাবের অবশ্য জিততে অসুবিধা হয়নি। প্রথমে ব্যাট করে ৩৩.৩ ওভারে ২১১ রান করে গোয়া। ৪৩ বলে ৬৬ রান করেন সুয়শ প্রভুদেশাই। ৫৯ বলে ৫৪ ললিত যাদবের। ২৬ রানে ২ উইকেট নেন অর্শদীপ সিংহ। ২৯ রানে ৩ উইকেট ময়ঙ্ক মার্কান্ডের।

সরস্বতী পূজাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে উৎসবের আমেজ ।

## বিশালগড়ে যৌথ অভিযানে ৫০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: বিশালগড় থানার অন্তর্গত চেলিখলা পালপাড়া, পুরানবাড়ি ও রামছড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ। এই অভিযানে মোট ১০টি প্লটে প্রায় ৫০ হাজার পরিপক্ব গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা জানান, এদিন টিএসআর ১১ ব্যাটেলিয়ান, সিআরপিএফ, মহিলা পুলিশ ও বিশালগড় থানার পুলিশ আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব এলাকায় বেআইনি ভাবে গাঁজা চাষের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই পরিকল্পিতভাবে অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধ্বংস করা গাঁজা গাছগুলি সম্পূর্ণ পরিপক্ব অবস্থায় ছিল। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, মাদক বিরোধী অভিযান আগামীদিনেও আরও জোরদার করা হবে এবং এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## ট্রেস্প প্রকল্পে জনজাতি গ্রাম উন্নয়নে নতুন দিশা: মডেল ভিলেজ পরিকল্পনার উপর তিনদিনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত ত্রিপুরা রুরাল ইকনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ট্রেস্প)—এর আওতায় জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে স্টেট ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (সিপার্ড)—এর উদ্যোগে তিন দিনের ট্রেনিং অব ট্রেইনারস (টিওটি) কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যা শুরু হয় গত ২০ জানুয়ারি যা শেষ হবে ২২ফেব্রুয়ারি।

এই কর্মশালায় ট্রেস্প, টিআরএলএম, এআরডিডি, মৎস্য, কৃষি, পঞ্চায়েত দপ্তরসহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক, পশু সখি, মৎস্য সখি, কৃষি সখি এবং সিপার্ড এর ৫ জন রিসোর্স পার্সন ,পাঁচটি ব্লকের জন্য নির্বাচিত কমিউনিটি রিসোর্স পারসনসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই মাস্টার ট্রেইনার ও রিসোর্স পারসনরাই আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চারটি ব্লক এবং সিপাহিজলা জেলার জুমপুই জলা ব্লকে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (ভিডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রচার ,প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

কর্মশালায় ধরতি আভা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষতা অভিযান, প্রধানমন্ত্রী আদি আদর্শ গ্রাম যোজনা সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে জনজাতি গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কীভাবে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত চিন্তন ও আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ,পরিকাঠামো ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার করে একটি সমন্বিত ও উন্নতমানের গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হবে।

প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে লেফুঙ্গা, বেলবাড়ি, মান্দাই, হেজামারা ও জুমপুই জলা ব্লকে প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে এবং এই পাঁচটি ব্লকে মডেল ভিলেজ প্ল্যান তৈরি হবে।পরবর্তী সময়ে এই মডেল গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্যান্য জেলায় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।আটটি জেলায় জনজাতি এলাকায় ২৩ টি ব্লকে চলবে এই ধারাবাহিক কার্যক্রম।

রাজ্যস্তরে সিপার্ডের এটি একটি অভিনব ও প্রথম উদ্যোগ, যা চিরাচরিত গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাকে একধাপ এগিয়ে জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহণ এর মাধ্যেমে নতুন মাত্রা দেবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল। ট্রেস্প প্রকল্পের এই মডেল ভিলেজ কর্মসূচি জনজাতি এলাকার জীবনমান উন্নয়ন এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনে কার্যকর দিকনির্দেশনা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিপার্ড এর তরফে নোডাল অফিসার সহাকারি আধ্যাপক ডক্টর রাজীব মালাকার ও প্রজেক্টের তরফে মডেল ভিলেজের গোটা ট্রেনিং এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন এর নেতৃত্ব দেবেন ট্রেনিং স্পেশালিস্ট আব্দুর রহমান চৌধুরী ট্রেনিং ম্যানেজার অর্পিতা ভট্টাচার্জি।

## প্রবীর শীল হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার আরো তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : ডেলিভারি কর্মী প্রবীর সেন হত্যাকাণ্ডে আরো তিনজনকে জালে তুললো পুলিশ। তাদের তুফানিয়া লুঙ্গা এলাকা থেকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে। এই মামলায় আরো তিন জনকে এর আগেই গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেই আরো তিনজনের নাম উঠে এসেছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় নিহত প্রবীর শীলের বাবা মোট চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। তাদের মধ্যে তিনজনকে আগে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে গতকাল। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আরও তথ্য বের করে আনা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিহত প্রবীর শীল বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার নোয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় ডেলিভারি বয় ছিলেন। প্রবীর শীলকে হত্যার ঘটনা জড়িতদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্ত্রের দাবি জানিয়েছেন প্রবীরের পরিজনেরা।

## টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে গোমতী জেলায় জেলা স্তরের প্রশিক্ষণ ও টিবি ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জানুয়ারি: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহযোগিতায় গোমতী জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি সফলভাবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত বিষয়ক জেলা স্তরের প্রশিক্ষণ এবং জেলা টিবি ফোরাম সভা' আয়োজন করে। উদয়পুরের পি আর টি আই কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিটি টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ দিক ছিল যক্ষ্মা বা টিবি জনিত মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার ঘোষণা, যা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির একটি ইতিবাচক প্রতিফলন।

গোমতী জেলায় টিবি জনিত মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। অধিবেশন চলাকালীন উপস্থাপিত একটি বিস্তৃত মৃত্যু পর্যালোচনায় টিবি জনিত মৃত্যুতে ব্যাপক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। গোমতী জেলায় টিবি শনাক্তকরণের হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, মৃত্যুর সংখ্যা ২০২৩ সালের ২৫ জন থেকে কমে ২০২৫ সালে মাত্র ০৮ জনে দাঁড়িয়েছে। ৮ শতাংশ থেকে নেমে ২ শতাংশ। কিন্তু ওই সময় টিবি রোগীর সনাক্তকরণও বাড়ানো হয়েছে। ২৭০ থেকে বেড়ে ৩৩৭ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এটিকে ''টিবি মুক্ত ভারত'' অর্জনের পথে একটি ইতিবাচক সংকেত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত গঠনের অগ্রগতি বিগত তিন বছরে জেলাটি টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত শনাক্তকরণ এবং ঘোষণার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে: ২০২৩: ৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ ''ব্রোঞ্জ'' মর্যাদা অর্জন করেছে। ২০২৪: মোট ৮৬টি পঞ্চায়েত স্বীকৃতি পেয়েছে, যার মধ্যে ৪০টি ''সিলভার'' এবং ৪৬টি ''ব্রোঞ্জ'' শংসাপত্র অন্তর্ভুক্ত। ২০২৫: মোট ১১৪টি টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত সফল হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫টি ''গোল্ড'', ৩৩টি ''সিলভার'' এবং ৪৬টি ''ব্রোঞ্জ'' বিভাগ রয়েছে।

এই সাফল্যের যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি তেপানিয়া, কাকরাবন, মাতাবাড়ি, কিল্লা, অমরপুর, অম্পি, করবুক এবং শিলাছড়ি এই আটটি আরডি ব্লকের বিশেষ ব্লক স্তরের দল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সক্রিয় স্ক্রিনিং এবং ডায়াগনস্টিকস ২০২৫ সালে জেলাটি নিবিড় জনসম্পর্কের মাধ্যমে এর ডায়াগনস্টিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। কফ সংগ্রহ: ১৩,৯৫০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫, ৩১৬টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের স্ক্রিনিং: প্রবীণ নাগরিক (৬০ বছরের বেশি বয়সী), ইটভাটা শ্রমিক, চা বাগান শ্রমিক এবং জনাকীর্ণ পরিবেশে বসবাসকারী মোট ৮১,৪৬৫ জন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির টিবি উপসর্গ পরীক্ষা করা হয়েছে।

টিবি রোগীদের পুষ্টি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ২৫৬ জন ''নি-ক্ষয় মিত্র'' অবদান রেখেছেন। স্থানীয় পিআরআই সদস্যদের তৃণমূল স্তরে টিবি নির্মূল অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে এই উদ্যোগটি সরকারের 'টিবি হারেগা, দেশ জিতেগা' অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।

## ব্রাউন সুগার সহ এক যুবক গ্রেফতার, কৈলাসহর থানার পুলিশের সাফল্য

কৈলাসহর, ২২ জানুয়ারি: কৈলাসহর থানার পুলিশ গতকাল গভীর রাতে ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। এই বিষয়ে আজ সকালে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার সংবাদমাধ্যমকে জানান, গতকাল রাত্রিবেলা গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায় যে কৈলাসহর যুবরাজনগর এলাকার বাসিন্দা মফিক মিয়া নামে এক যুবক শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্রাউন সুগার নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের অধীনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলাটির নম্বর ৫/২০২৬। আজ অভিযুক্তকে কৈলাসহর থানা থেকে জেলা দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে।

## জেলাশাসকের নির্দেশিকা অমান্য শান্তিরবাজারে চলছে পেট্রোলপাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জানুয়ারি: জেলাশাসকের নির্দেশিকা অমান্য করে চলছে শান্তিরবাজার আরএম পেট্রোলপাম্প। রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই দুর্ঘটনা থেকে বাদ পরছেনা দক্ষিন জেলার লোকজনেরা। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করলো দক্ষিন জেলার জেলাশাসক। এরমধ্যে বিশেষভাবে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে দ্বীচক্রযানের উপর।

যেসকল লোকজনেরা বাইক চালাতে সঠিকভাবে হেলমেট পরিধান করেননা তারাই দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছেন ও প্রান হারাচ্ছেন। তাই যেসকল দ্বীচক্র যানচালক সঠিকভাবে হেলমেট পরিধান না করে তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে দক্ষিন জেলার জেলাশাসক। যারা হেলমেট পরিধান করেনা তাদেরকে পেট্রোল প্রদান করা হবেনা এবং যারা হেলমেট পরিধান না করে অফিসে আসে তাদের উপস্থিতি দেওয়া হবেনা। সেইক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চিত্র লক্ষ্য করা যায় শান্তিরবাজার আর এম সাহার পেট্রোল পাম্পে।বিগতদিনে এই পেট্রোলপাম্পের নামে নানান অভিযোগ উঠে আসছিলো। বর্তমান সময়ে জেলাশাসকের নির্দেশিকা অমান্য করে চলছে

## কমলসাগরে পাকা রাস্তার নিম্নমানের কাজ নিয়ে বিধায়িকার তীব্র ক্ষোভ

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: কমলসাগর বিধানসভার অন্তর্গত উত্তম ভক্ত চৌমুনী থেকে ফুলতলী পর্যন্ত চলমান পাকা রাস্তা সংস্কারের কাজ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব।এদিন তিনি নিজে রাস্তার পরিস্থিতি পরিদর্শনে যান এবং দেখতে পান, ঠিকাদারের ইশারায় চলা সংস্কারকাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। এমন অবস্থা দেখে বিধায়িকা ক্ষেপে অগ্নি শর্মা হয়ে ওঠেন।স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য দাবি জানানো হলেও কাজের মান সন্তোষজনক নয়। সরু গর্ত, অসমান লেয়ার এবং ভাঙাচোরা পিচিং এলাকাবাসীর জন্য দৈনন্দিন যাতায়াতকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নিম্নমানের কাজ কোনোভাবেই স্থানীয়দের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও দপ্তরের ওপর কঠোর নজরদারি চলবে এবং দ্রুত মানসম্মত সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, এলাকার মানুষের নিরাপত্তা এবং চলাচলের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে।

## জম্পুইজলায় অগ্নিকাণ্ডে দোকান ঘর ভস্মীভূত

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: জম্পুইজলায় অগ্নিকাণ্ডে দোকান ঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে আজ সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এলাকার বিধায়ক বিশ্বজিত কলই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

জম্পুইজলার অমেন্দ্রনগর বিশ্বকেতু এডিসি ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে এলাকার বাসিন্দা বিশ্ব রাণী দেববর্মার একটি দোকান ঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে আজ সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এলাকার বিধায়ক বিশ্বজিত কলই। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মানব দেববর্মা, এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান।

জনপ্রতিনিধিরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

## বামুটিয়া বিধানসভার বেড়ীমুড়া খলাবাড়ীতে দুদিন ব্যাপী মহতী বৈষ্ণব সেবার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারী : ভক্তি, বিশ্বাস ও সনাতন ধর্মীয় চেতনাকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বেড়ীমুড়া খলাবাড়ী এলাকায় উদয়ন সংঘের উদ্যোগে আগামী ২৫ ও ২৬ জানুয়ারী দুদিন ব্যাপী এক মহতী বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করা হয়েছে। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে এক পবিত্র ও আনন্দঘন পরিবেশ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উক্ত দুইদিন ব্যাপী বৈষ্ণব সেবায় ধর্মীয় আলোচনা, ধর্মীয় সংগীত, হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীমৎ ভাগবত গীতা পাঠ সহ বৈষ্ণব ধর্মের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হবে। অনুষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য ভক্তদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও মানবজীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানের শেষদিন অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারী সকল ধর্মপ্রাণ ভক্ত, সাধু-সন্ত ও সাধারণ মানুষের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আয়োজকদের বিশ্বাস, এই মহাপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে ভক্তদের জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণের বার্তা পৌঁছে যাবে।

এই বৈষ্ণব সেবা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সম্প্রতি শিরিষ দাসের বাসভবনে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে একটি শক্তিশালী বৈষ্ণব সেবা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন গোবিন্দ দাস, বিষ্ণুদাস, সুজন দাস, গৌরঙ্গ দাস, কৃষ্ণ দাস, ভানু দাস, শম্ভু দাস, ননী গোপাল বৈশ্য, বীরেন্দ্র দাস, হীরেন্দ্র দাস, প্লাবন দাস সহ আরও বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।উদয়ন সংঘের পক্ষ থেকে বাদল চন্দ্র দাস এলাকার সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে বলেন, সকলে যেন এই পবিত্র বৈষ্ণব সেবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত থেকে হরিনাম শ্রবণ, ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ ও মহাপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে ধন্য করেন।

পাশাপাশি তিনি সকলের কাছে স্বেচ্ছায় আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানান, যাতে এই ধর্মীয় কর্মযজ্ঞ আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় আয়োজকদের আশা, এই বৈষ্ণব সেবার মাধ্যমে এলাকার ধর্মীয় ঐতিহ্য আরও সুদৃঢ় হবে এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটবে।

## তেলিয়ামুড়া মহকুমাভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জানুয়ারি : তেলিয়ামুড়া মহকুমাভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসকে সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের পুর পিতা রূপক সরকার, মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা।বৈঠকে প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজ, অতিথি আপ্যায়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানটি যাতে সুন্দর, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সংবিধানের মূল্যবোধ তুলে ধরা হবে। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সার্বিকভাবে বৈঠকটি ফলপ্রসূ ও সফল হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

## বিলোনীয়ায় নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ ৩১শে : জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ জানুয়ারি : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ''নেশামুক্ত প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট'' ৩.০-এর ফাইনাল ম্যাচ ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ৩১ জানুয়ারি বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ঋষ্যমুখ স্টার একাদশ এবং সাতচাঁদ শার্কসের মধ্যে। আজ জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান, জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি।

তিনি জানান, নেশার কুপ্রভাব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের উপস্থিতিতে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে জেলার বিভিন্ন ব্লক ও নগর এলাকার ফুটবল মাঠে মোট ২২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই ম্যাচগুলিতে স্থানীয় ১২টি টিম অংশগ্রহণের পাশাপাশি ড্রাগ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে উঠা যুবকদেরও একটি টিম অংশগ্রহণ করে। জেলাশাসক আরও জানান, আগামী ৩১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। সেদিন তিনি রাজনগর ব্লকের নীহারনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ঘোষখামার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনেরও উদ্বোধন করবেন।

এছাড়া, বিলোনীয়া বনকরস্থিত বিদ্যাসাগর মার্কেট এবং বিলোনীয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ইন্ডোর ক্রিকেট প্র্যাক্টিস শেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনেও অংশগ্রহণ করবেন। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বিলোনীয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নবনির্মিত ভবনটির ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন। জেলাশাসক আরও জানান, ৩১ জানুয়ারি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দর্শকদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। বলিউড গায়িকা শ্রুতি পাঠক সেদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন। এক্ষেত্রে হাতে রিস্ট ব্যান্ড পরিহিত দর্শকরাই মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন। এই রিস্ট ব্যান্ড আগামী ২৬ জানুয়ারি বিদ্যাপীঠ মাঠে বিকাল ৪টা থেকে এবং ২৭ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলাশাসক কার্যালয়ে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিতরণ করা হবে।

## উচ্চ আদালতের রায় অবমাননার অভিযোগে রাজ্য সরকারকে বিঁধল কংগ্রেস

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: মোদী-শাহদের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত রাজনৈতিক ''ট্রিপল ইঞ্জিন'' সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের উচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায় অবমাননার গুরুতর অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উচ্চ আদালতের যুগান্তকারী রায়ে ২০০১ ও ২০০৭ সালের স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে স্থির বেতনে নিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে খারিজ করা হয়েছে। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ওই সময়কালে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগের তারিখ থেকে স্কেল অনুযায়ী সম্পূর্ণ বকেয়া বেতন এবং একসঙ্গে ৯ শতাংশ সুদসহ আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। একইসঙ্গে ওই অসংবিধানিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas